চিত্র ও চরিত্র

খাঁটি আর নকল

(গল্পের বই)

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক এম-এ

ভাদ্র, ১৩৩৪

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পঞ্চায়েৎ আফিস,
ঢাকা।

মূল্য এক টাকা

ঢাকা হরিনাথ প্রেসে,
শ্রীরেবতীমোহন বসাক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন।

এই গল্পগুলির সমস্ত চরিত্র কাল্পনিক। আমাদের
নিজের মধ্যেই যে একটা হাসির দিক আছে,
আমি তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি,—
যদিও সে হাসিটা অনেক সময়ই
কান্নার সুরে জড়িত।

"Our sweetest songs are those
That tell of saddest things.".

———o———

লেখক

সূচীপত্র

চা-য়ে নিমন্ত্রণ

১

মিঃ হেন্‌রি নিউম্যান্ (Mr. Henry Newman) জীবনগঞ্জের ডেপুটী কমিশনার। সে অনেক দিনের কথা।

নূতন বিলাত-ফেরত বাঙালী একজন সেখানে অফিসিয়েটিং সিভিল সার্জ্জন্ তাঁহার নাম লেফ্‌টেনাণ্ট বি, স্যাণ্ডল্ (সান্যাল) আই, এম্, এস্।

সে দিন আফিসের কাজ সারিতে মিঃ নিউম্যানের একটু বিলম্ব হইবে ; তখন বেলা সাড়ে-তিনটে। তিনি লেঃ স্যাণ্ডলকে একখানি শ্লিপ লইয়া একটা কথা লিখিয়া পাঠাইলেন—"Polo ?" ("পোলো খেলিবে কি না ?")

একটু পরে উত্তর আসিল,—"Oh yes,—Game for it." ("নিশ্চয়")।

২

মিঃ নিউম্যান অনেক দিনের ইংরেজ সিভিলিয়ান, লেঃ স্যাণ্ডল (Lt Sandle) ছোক্‌রা; তবু দুজনে খুব ভাব। লেঃ স্যাণ্ডল বাঙালী কি ইংরেজ,—এ লইয়া বাস্তবিকই মাঝে-মাঝে সেই জেলায় একটু তর্ক হইত;—তিনি উচ্চ বংশীয়-তো বটেনই, আর তাঁর পিতার অর্থাভাব ছিল না, এগুলি ঠিক কথা; তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ উঁচু দরের, গৃহে আসবাব-সামগ্রী যথেষ্ট; তার উপর তাঁহার চেহারাটা ছিল খুব ভাল, চক্ষু বাস্তবিকই কিঞ্চিৎ নীলাভ, রংটা বাস্তবিকই ধব-ধবে; আর,—এই বাংলা কথাটা বাস্তবিকই কখনো তিনি ব'ল্‌তেন না। মিঃ নিউম্যান্‌ ছিলেন সাদাসিদে মানুষ, সকলের উপর তাঁর সমান দৃষ্টি; কিন্তু তিনি বিচক্ষণ রাজকর্ম্মচারী। তাঁহার উঁচু চেহারা,--একটু মোটা রকম; মুখের দু-দিকে প্রকাণ্ড গোঁফ ঝুলিয়া পড়িত; আর তার মধ্য-হইতে প্রায় কথায়ই শোনা যাইত খালি একটা সুদীর্ঘ "yus!" (হাঁ!)। চক্ষু দুটী তখন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর করুণ হৃদয়ের সংবাদ জানাইত। কারো মনে আঘাত করা কোনো দিনই তাঁহার চিন্তার মধ্যে আসিত না, তবে কর্ত্তব্য কার্য্যের উদ্দেশ্যে এমন ঘটনা কখনো ঘটিলেও তাঁহার চক্ষুর সহানুভূতি-ব্যঞ্জক দৃষ্টি সেই কর্ত্তব্যানুরোধে আহত ব্যক্তিকেও শান্ত করিত।

উভয়েরই খুব 'পোলো' খেলিবার ঝোঁক্। পোলোর পরে গরম চা-টা ছিল মিঃ নিউম্যানের প্রিয় সামগ্রী। তিনি প্রায়ই বলিতেন "Nothing like it after a hot game." "খুব খেলবার পর গরম চা-য়ের মতন আর কিছুই নয়।"

৩

সে-দিন 'পোলো'র পরে মিঃ নিউম্যান্ বলিলেন,—"Sandle, come for a cup of tea, won't you?" "স্যাণ্ডল, এক পেয়ালা চা খাবে, এস।"

"Just a minute Newman,—yes ready" "এক মিনিট, নিউম্যান্—হাঁ, হয়েছে," বলিয়া কমরের বেল্টটা ঠিক করিয়া লইয়া তিনি ডেপুটী কমিসনারের টমটমে চড়িলেন। দুজনে 'ড্রাইভ' করিয়া তাঁর বাংলার দিকে চলিলেন।

৪

তখন ছিল নানা রকম হৈ-চৈ।

যাইবার পথে মিঃ নিউম্যান্ একটা খালি বাড়ীর ধারে গাড়ী থামাইলেন, বলিলেন,—"স্যাণ্ডল, দেখতো ও-টা কি? একটা ছাপানো 'বিজ্ঞাপন'—বাড়ীর দেয়ালে লাগানো র'য়েছে,—বেশ বড় লেখা; দেখ-তো, পড়তে পারা যায় কি না।"

লেঃ স্যাণ্ডল বলিলেন—"Oh, I'm afraid, it's in Bengali, I confess I can't read it, ha-ha !" "ওঃ, ওটা বাংলা লেখা, আমি প'ড়তে পারবো না, হাঃ হাঃ"।

মিঃ নিউম্যান্ বলিলেন—"Oh, I'm sorry, don't trouble please, let me try." "আমি তোমায় বলেছি ব'লে দুঃখিত হ'লেম, দরকার নেই, দেখি আমি প'ড়তে পারি কি না"।

এই কথা বলিয়া মিঃ নিউম্যান্ ধীরভাবে গাড়ী হইতে নামিয়া গিয়া সমস্ত বাংলা বিজ্ঞাপনটী পড়িয়া লইলেন।

তারপর হাসিতে-হাসিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—'Oh, it's nothing up ; only some new Circus or somthing coming, that's all." "ওঃ কিচ্ছু নয়, একটা নূতন সার্কাস নাকি-কি আসছে, আর কিছুইনে"।

লেঃ স্যাণ্ডল বলিলেন,—"Oh, Is that all ?" ("খালি কি তাই"?)—তখনো লেঃ স্যাণ্ডল ইংরেজ আই, সি, এস এর পার্শেই বসিয়াছিলেন,—যদিও কথা বলিবার সময় গলাটা কেমন-কেমন করিতেছিল।

—তার পর সাহেবের বাংলায় গিয়া লেঃ স্যাণ্ডল বোধ হয় চা-ও খাইয়াছিলেন, কিন্তু খাবার সময় তাঁহার গলাটা বাধিয়া গিয়াছিল কিনা, তাঁহার জিহ্বাটা পুড়িয়া গিয়াছিল কিনা সে সংবাদ আমরা জানি না।

৫

ইহার প্রায় ২৫ বৎসর পর (Colonel Beni Madhab Sanyal, I. M. S.) কর্ণেল বেণীমাধব সান্যাল (এবার "স্যাণ্ডেল" নন), আই, এম, এস, যখন হিকুব্লা প্রদেশের P. M. O. (প্রধান মেডিকেল অফিসার) তখন তাঁহার দৌহিত্র জিতেন বিলাত যাইতেছিল। কর্ণেল বলিতেছেন—"দাদা, দেখো যেন শেষটায় সং বনিয়ে যেও না। মানুষের কখনো-কখনো তা-ও হয় বটে !"

ভাগ্যবানের উপর
অস্ত্র-চিকিৎসা

১

খাঁটী হিন্দু, ব্রাহ্মণ "নিয়োগী" বংশকে উজ্জ্বল করিয়া যেদিন শ্রীমান অমরলাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেদিন আকাশ হইতে ঠিক পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল কি না, সে সম্বন্ধে ইতিহাসে কিছু পাওয়া যায় না; তবে প্রাচীন ব্যক্তিরা বলেন যে, সেদিন নাকি আকাশ-ভরা মেঘ ও বর্ষার বৃষ্টি ধারার মধ্যেও মাঝে-মাঝে রোদ উঠিয়াছিল। সকলে সেদিন নাকি একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে ছেলেটি ভাগ্যবান হইবে।

ভাগ্যবান তিনি কেমন হইয়াছিলেন, তাহা কেহ ঠিক জানিতে পারে নাই, তবে কিছু বয়স হইলেই তিনি দেখিলেন যে তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞতার কোন্ এক মুহূর্ত্তে তাঁহার নাম হইয়া গিয়াছে "অমরলাল"। তাহাতে তাঁহার কোনো ক্ষোভ হয় নাই, —কারণ তিনি কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "অনন্ত-জন্মস্মৃতি" হইতে

ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন যে তিনি একজন "অমর" লোকের জীব, তাই তাঁহার সমস্ত পূর্ব্বজন্মগুলি. কেভাবে ছাপানো বংশ তালিকার মত সবটাই তিনি পড়িয়া ফেলিলেন, আর দেখিলেন তাঁহার ঠিক বিগত জীবনটি ছিল,—ইংলণ্ডে।

গৃহে অনুষ্ঠিত সমস্ত হিন্দু আচার-ব্যবহারের মধ্যেও অমরলাল বুঝিয়া লইলেন যে, তাঁহার ভিতরটা একেবারে ইংরেজী। শেষে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বাহিরের দিকটাও বদলাইয়া ইংরেজী করিয়া লইলেন। তখন 'খোল-নলচে' বদলানো হুঁকোর মত নিজের নামটা, পৈত্রিক নাম "অমরলাল নিয়োগী"স্থলে করিয়া ফেলিলেন "মিষ্টার আমারাল্ আলন্ অগ্‌গি" (Mr. Amaral Alne Oggy) ; ইংরেজী অক্ষরগুলি ঠিক রাখিলেন, খালি 'নিয়োগীর' 'গ'টায় দ্বিত্ব করিয়া কঠিন করিয়া লইলেন, আর অক্ষরগুলি ভিন্নভাবে সাজাইয়া নূতন নামটা ঠিক করিয়া ফেলিলেন।

নামটা যখন ঠিক হইল, তখন চেহারাটি যতটা সম্ভব দোরস্ত করিয়া লইলেন, আর সত্যের খাতিরে বলিতে হইবে চেহারাটি তাঁহার একরকম ভালই ছিল। মিষ্টার অগ্‌গি সেদিন বুঝিতে পারিলেন তাঁহার ভিতর-বাহির সবটাই ইংরেজী। একবার না দুইবার, তাঁহার বিলাত যাইবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু মিষ্টার অগ্‌গি দেখিলেন, সেটি অপরের পক্ষে যেমনই হোক তাঁহার পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক।

তাই তাঁহার কোথাও যাওয়া হইল না,—এই দেশেই থাকিয়া তিনি খাঁটী সাহেব বনিয়া গেলেন।

মিষ্টার অগ্‌গি লেখাপড়া শিখিলেন, কারণ একটা কিছু তো করা চাই; তা বোধ হয় জগদীশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতাও একটু ছিল, লেখাপড়াটা ভালই শিখিলেন।

২

একটা কিছু কাজকর্ম্ম করা চাই, তাই মিষ্টার অগ্‌গি হইলেন, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট।

চাকুরীর প্রথম দিন হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষানবিশী করিয়া মিষ্টার অগ্‌গি সামাজিক জীবনের উপযোগী সমস্ত ইংরেজী চাল-চলনগুলি ঠিক করিয়া লইলেন। খাবার টেবিলের ধারে, এবং বাহিরে যাইবার সময়, নিজের সঙ্গে বড়-বড় বিলাতী কুকুর, বসিবার ঘরে বিলাতী ছবি, ঘরের ধাপে ফুলের টব, মুখে প্রায় সর্ব্বদা (কারণ এজলাসে বসিবার সময় ও আহার নিদ্রার অবস্থায় বাদ দিতে হইত) দামী ভাল চুরুট, ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া পদদ্বয় রীতিমত দূরত্বে রাখিয়া চুরুটের ধূম্রোদ্গম, বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে 'টাকাটা-সিকেটা' বাহির করিতে হইলে, বেঁকিয়া দাঁড়াইয়া বাম হস্ত ট্রাউজার্সের পকেটের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া কুঞ্চিত বদনে "পার্স" উত্তোলন প্রভৃতি কায়দাগুলি তাঁহার বেশ ঠিক হইয়া উঠিল।

তার পর নাকি বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষে বাড়ীতে বড়-বড় ভোজ দিয়া, দোকানে অনেক টাকার 'বিল' বাঁকী রাখিতে লাগিলেন; 'ধারে' জিনিষ না নিলে কখনই পূরোপূরি 'ষ্টাইল' হয় না। গৃহিণী বেচারী আপত্তি করাতেও এ সব ষ্টাইলগুলি তিনি যত্ন সহকারে ঠিক রাখিলেন; তথাপি মিষ্টার অগ্‌গি ইংরেজ ক্লাবের মেম্বর হইতে পারিলেন না।

পৈত্রিক কিছু অর্থ ছিল। মাহিয়ানার যে কয়টা টাকা, তাহা তো মাসের পাঁচ দিন যাইতেই একটাকা সাত আনায় গিয়া দাঁড়াইত। তাই, ঘর হইতে টাকা আনিয়া মিষ্টার অগ্‌গি পাঁচ বৎসর ষ্টাইল চালাইলেন।

চাকুরীতে নানাস্থানে ঘুরিলেন, পাঁচ বৎসর মধ্যে ষ্টাইল ব্যতীত আর কি-কি "শিক্ষা" পাইলেন (!) সে-কথায় আর কাজ কি?

তথাপি ক্লাবের মেম্বর না-হওয়ায় তাঁহার বুকে কি একটা শেল বিঁধিয়া রহিল।

৩

ক্লাবের মেম্বর তখনো হওয়া যায় নাই। সে সময় মিষ্টার অগ্‌গি বাদলহাটী জেলায় চাকুরী করিতেছেন।

সে বৎসর "সেনসস্" হইতেছিল,—প্রত্যেককেই নিজের নাম, জাতি, ধর্ম্ম ইত্যাদি লিখিয়া 'রিটার্ণ' দিতে হইল।

কেরাণী যখন মিষ্টার অগ্‌গির নিকট ফরম লইয়া আসিল, তখন তিনি প্রথমে চটিয়া গেলেন। তার পর ভাবিয়া-চিন্তিয়া, আইন-নিয়ম ইত্যাদি দেখিয়া শেষটায় লিখিলেন,—"জাতি Citizen of the World" (জগতের নাগরিক); "ধর্ম্ম, অ্যাগ্‌নষ্টিক (অজ্ঞেয়বাদী)"।

তাঁহার এই 'রিটার্ণ' নিয়মানুযায়ী শুদ্ধ না হওয়ায় জেলার কালেক্টার মিষ্টার হ্যামফোর্ড (Hamford) সে দিন মিষ্টার অগ্‌গিকে কি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, আর তিনি তদনুসারে পুনরায় কি ভাবে নূতন 'রিটার্ণ' দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সরকারী আফিস-সংক্রান্ত কাগজেব বাহিরে কোনো সংবাদ প্রচারিত নাই।

এই কালেক্টারটি ছিলেন স্নেহশীল, সদাশয়। তিনি বাইশ বৎসর রাজকার্য্য করিতেছেন। মিষ্টার অগ্‌গি বেশ কার্য্য-তৎপর, অথচ বয়সে নবীন; তাঁহাকে মিষ্টার হ্যামফোর্ড একটু স্নেহের চক্ষেই দেখিতেন।

* * * *

সেদিন মিষ্টার অগ্‌গির গৃহে কালেক্টার ও তাঁহার পত্নী চা খাইতে আসিয়াছিলেন।

তাঁহারা গৃহসজ্জায় ও বাড়ীর সব আদব কায়দায় দেখিলেন, মিষ্টার অগ্‌গি যেন প্রায় পুরোপুরি ইংরেজ।

কালেক্টার-পত্নী গৃহের দেয়ালে লাগানো বিলাতী ছবিগুলির খুব সুখ্যাতি করিয়া তাঁহার স্বামীকে অনবরত বলিতেছিলেন—

"Look dear, how fine! That's Switzerland, I'm sure!" (দেখ-না কেমন চমৎকার, নিশ্চয় এটী সুইজারলাণ্ডের দৃশ্য!)

"Ah there,—Iceland, dreary ice, is'nt it?" (আঃ ঐ যে, ওটি আইসল্যাণ্ড, খালি বরফ, নয় কি!)

"Now—that's bright and sunny,—Brighton in England,—Dear old Brighton! That's charming, is'nt it?" আবার দেখ, কেমন উজ্জল সূর্য্যালোকে সঞ্জীবিত, ইংলণ্ডের ব্রাইটন নগর; আহা, সেই আমাদের ব্রাইটন, কেমন সুন্দর, নয়!)

* * * *

বেশ ধুমধামে সময় কাটিল। যাইবার সময় কালেক্টার মিষ্টার হ্যামফোর্ড, মিষ্টার অগ্‌গির দিকে চাহিয়া বলিলেন— "Oggy, just a word." (অগ্‌গি, একটা কথা শুন্‌বে?)

মিষ্টার অগ্‌গি বলিলেন—"Yes, right you are-" (হাঁ; নিশ্চয়)।

"অগ্‌গি তোমার বয়স নিশ্চয়ই অল্প. আমার ঠিক বিশ্বাস তাই।"

"আজ্ঞে হাঁ, বোধ হয়—"

"কোন 'বোধ হয়' নাই, তুমি নিশ্চয় ত্রিশ বৎসরের কম-বয়স্ক।"

"আজ্ঞে হাঁ, আমার বয়স এই প্রায় আটাশ বৎসর হবে।"

"আঃ, তাই। সেই জন্যই তোমার বাড়ীতে আমি একখানিও ভারতবর্ষীয় ছবি দেখ্‌লাম না। আমার কথা ভাল ভাবে গ্রহণ করছো বোধ হয়?"

"হাঁ, তাতো বটেই, তা কেন করবো না!"

*　　*　　*　　*

তার পর তখনকার মত "গুড্‌নাইট, গুড্‌নাইট।"

৪

সাধনায় তো সিদ্ধিলাভ হইবারই কথা। তাহা না হইলে এতকাল জগৎ চলিল কি করিয়া?

তাই মানুষ সাধনা-প্রভাবে একদিন বোধ হয় 'ক্লাবের' মেম্বর পর্য্যন্তও হইতে পারে।

*　　*　　*　　*

আরো পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। মিষ্টার অগ্‌গি এখন প্রসাদপুর জেলায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

তাঁহার তখন "দোটান" অবস্থা। মনের মধ্যে একটা সুর বাজিয়া উঠিতেছে; "আর কেন?" আবার তাপর একটা

সুর আওয়াজ দিতেছে, "দেখাই যাক্ না।" তার পর মনের শেষ সুরটারই একদিন জয় হইল,—আগের সুরটা তখন একেবারে চোরের মত লুকাইয়া গেল।

* * * *

বাদলহাটি হইতে আসিবার সময় তথাকার কালেক্টার মিস্টার হ্যামফোর্ড প্রসাদপুরের কালেক্টার মিষ্টার ব্রান্‌সলা (Branslaw) সাহেবের কাছে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে মিস্টার অগ্‌গির সম্বন্ধে অনেক ন্যায্য কথা উল্লিখিত ছিল।

পত্রখানিতে একটা কথা ছিল এইরূপ,—

"A very fine fellow. I tell you, though wants a bit of looking after, as you will see. But don't mistake me, he has the real grit in him."

(খাসা লোক, যদিও ওর উপর একটু নজর রাখা দরকার, তুমি তা নিজেই টের পাবে। কিন্তু আমাকে ভুল বুঝ না, ওর ভিতরে খাঁটী জিনিষ আছে।)

চিঠিখানি ডাকে আসিয়াছিল। একাকী দপ্তরখানায় বসিয়া মিষ্টার ব্রান্‌সলা ডাক দেখিতেছিলেন,—তার মধ্যে সেই চিঠিখানি পড়িয়া তিনি একেলাই খুব হাসিলেন।

একাকী বসিয়া হাসিলে সেটা পৃথিবীর মনোযোগ আকর্ষণ তো করেই, তাহা দেখিলে আত্মীয় স্বজনের মনে একটা আশঙ্কাও হয়।

মিসেস্ ব্রান্‌সলা আসিয়া বলিলেন--"Woll, How is that !" (বটে,—সে কি ?)

মিষ্টার ব্রান্‌সলা বলিলেন,—"ওঃ ভারী মজার কথা, আমি তোমায় বলবো ; কিন্তু তুমি চুপ থেকো।"

* * * *

প্রসাদপুর আসিবার সময় বাদলহাটীর কয়েকজন ইংরেজ প্লাণ্টার, মিষ্টার অগ্‌গিকে কতকগুলি চিঠি দিয়াছিলেন ; তাহাতে তাঁহার ষ্টাইল এবং সামাজিক ব্যবহার-প্রবণতার বিষয়ে খুব সুখ্যাতি ছিল।

প্রসাদপুর ক্লাবে মিষ্টার অগ্‌গিকে লওয়া হইবে কি না এ বিষয়ে যখন সমালোচনা হইতেছিল, তখন ঐ চিঠিগুলি তাঁহার সমর্থন করিল।

তার উপর উদারচেতা মিষ্টার ব্রান্‌সলা বলিলেন,—"Oh,—a very fine fellow. Hamford speaks so well of him." (খাসা লোক। হ্যামফোর্ড ওর খুব সুখ্যাতি করেছেন।)

মিষ্টার অগ্‌গি তিন মিনিটের মধ্যে প্রসাদপুরের ইংরেজ ক্লাবের মেম্বর হইয়া গেলেন।

* * *

সেদিন কি আমোদ!

মিষ্টার অগ্‌গি ইংরেজী সুরে একটা গান গাহিতে-গাহিতে কুকুর-সহ গৃহে আসিলেন।

৫

ক্লাবের মেম্বর হইবার সঙ্গে-সঙ্গে মিষ্টার অগ্‌গি প্রসাদপুর আসিয়া আরো কত-রকম আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন।

মিষ্টার ব্রান্‌সলা তাঁহার জন্য পুরাতন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বাংলাটি মেরামত করাইয়া দিলেন। সে বাড়ীর চারিধারে ফাঁকা ময়দান, মস্ত-মস্ত ঝাউগাছ, বাড়ীতে বড়-বড় রুম!

তখন মিষ্টার অগ্‌গির দেহবদ্ধ প্রাণটা যেন একটা scope (প্রসারণোপযোগী ক্ষেত্র) পাইল; হাঁফ ছাড়িয়া তিনি সেদিন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "অনন্ত-জন্মস্মৃতি" হইতে আবৃত্তি করিলেন—

"Trailing clouds of glory do we come,
From God who is our Home."

"আনন্দের মেঘ ছড়িয়ে আমরা চ'লে আস্‌ছি,—ঈশ্বরের নিকট হ'তে; সেখানেই আমাদের বাড়ী!"

"God" (ঈশ্বর) কথাটা বলিতে প্রথমে একটু বাধিলেও, তার পর তিনি সেদিন দেখিলেন যে 'গড্‌'কে বিশ্বাস করাটাই ভাল। নচেৎ সহসা তাঁহার এত সৌভাগ্য হইবে কেন? বিশ্বাস

করিলে ক্ষতিই বা কি ? সে দিন হইতে মিষ্টার অগ্‌গি আর "অ্যাগ্‌নষ্টিক" (অজ্ঞেয়বাদী) নন, "থীষ্টিক" (ঈশ্বরবাদী) হইলেন।

ভার্য্যা রুক্মিণী দেবী তাঁহার "From God who is our Home" শুনিয়া বলিলেন,—"আঃ, তবু বাঁচলুম !"

* * * *

রুক্মিণীকে মিষ্টার অগ্‌গি আদর করিয়া ডাকিতেন "Rucky"—(রাক্কি), যদিও গৃহিণীটি শিক্ষিতা হইলেও নিতান্তই হিন্দু গেরস্ত ঘরের মেয়ে।

ক্লাবের মেম্বর হওয়ার পূর্ণ উল্লাসে মিস্টার অগ্‌গি সেদিন গৃহে আসিয়া ইংরেজী গান গাহিতে লাগিলেন—

Tira, rara, ra—my Rucky,
La-la, la-la, Lo ?—I'm lucky ;"
[(তায়রা, রা-রা, রা,— মোর 'রাক্কি'
লা-লা, লা-লা, দেখ আমি 'লাকি !' (ভাগ্যবান)]

আনন্দে মিষ্টার অগ্‌গি বল্‌ নাচের 'ষ্টেপ'-এ নাচিয়া-নাচিয়া, ঘুরিয়া-ঘুরিয়া, শেষ পদটী বারবার গাহিয়া, নিরীহ গোবেচারী স্ত্রীকে জ্বালাতন করিয়া তুলিলেন।

৬

মিস্টার অগ্‌গির সম্মানে ক্লাবে একটা খানা হইল। রাত্রিতে খানার পরবর্ত্তী মজলিসে (after-dinner function এ)

মিস্টার অগ্‌গি সেক্‌সপিয়রের বিভিন্ন চরিত্রগুলি, যথা ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, ওথেলা, শাইলক, পোর্শিয়া, ফলষ্টাফ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া এই সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালীর মানব-চরিত্রের উল্লেখযোগ্য ভূমিকাংশগুলি এমন সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিলেন, প্রত্যেকটির স্বকীয়ত্ব ঠিক রাখিয়া এমন বিশুদ্ধ স্পষ্ট ইংরেজী উচ্চারণে সমস্ত কথাগুলি ব্যক্ত করিলেন যে, ক্লাবের সকলেই সেদিন এক-বাক্যে বলিয়াছিলেন,—মিষ্টার অগ্‌গিকে না লইলে ক্লাবের যে সামাজিক ক্ষতি হইত তাহা একেবারে irreparable (অ-সংশোধনীয়)।

মিস্টার ব্রানসলা আনন্দে একটা চুরুট মুখে দিয়া বিড়-বিড় করিয়া বলিলেন—"Oh, I'll get him through." (ওঃ, আমি ওকে ঠিক চালিয়ে নেবো)।

মিসেস ব্রানসলা তখন বলিতেছেন—"Nice, is'nt it? Oh, how nice: What a shame if you had shut him out" ! (কেমন সুন্দর, নয় কি ? বাস্তবিক কেমন সুন্দর ! ওঁকে তোমরা প্রবেশাধিকার না দিলে কি লজ্জার বিষয় হতো !)

৭

কয়েকদিন খুব ধুম-ধামে খানাপিনা চলিল।

মাহিয়ানার চারিশত টাকায়, আর চলে না ! বাড়ীর জমানো টাকা খরচ হইয়া গিয়া তখন তাহার ভূতপূর্ব্ব

সংখ্যাটি আর একটা নূতন অঙ্কের হিসাবে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। 'ধার' বলিয়া একটা অসভ্য শত্রু 'সুদ' নামক শূলের তীক্ষ্ণাগ্রভাগ দ্বারা যখন-তখন খোঁচা দিয়া একটা 'বে-সুরো' রাগিণী তুলিতেছে, সেটা মাঝে-মাঝে যেন সমস্ত ষ্টাইলটাই মাটী করিয়া দিতেছে। আর 'জয়েণ্ট' সাহেবের সেই প্রকাণ্ড বাড়ীটা, তার ঝাউ গাছ আর বিস্তীর্ণ কক্ষ এবং কম্পাউণ্ড লইয়া ঠাট্টা করিতেছিল কি না কে জানে! তাহারা তো অগ্‌গি সাহেবের পূর্ব্বে আরো কত সাহেব দেখিয়াছে!

* * * *

রুক্মিণী দেবী কড়া ধাতের মেয়ে হইলেও স্বামীকে ফিরাইতে পারেন নাই। তিনি ইংরেজী প্রণালীতে খান না, তবে সঙ্গে বসেন। স্বামী যাহা চান, তাই দিয়াই তাঁহাকে ফেরানো যায় কি না!

হায়, যদি কেহ "মিষ্টার আমারাল্ আল্‌ন অগ্‌গি"কে "শ্রীঅমরলাল নিয়োগী" করিয়া দিতে পারিত!

মিষ্টার এবং মিসেস ব্রান্‌সলা রুক্মিণীকে কন্যার মত দেখিতেন। তাঁহাদের একটি মাত্র মেয়ে ছিল। সেটি মারা গিয়াছে; এ-মেয়েটির মুখখানি যেন তারি মত!

একদিন মিসেস ব্রানসলার কাছে রুক্মিণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহারো পিতা-মাতা নাই।

* * * *

মিষ্টার ব্রান্‌সলা সেদিন তাঁহার পত্নীকে বলিলেন—"এবার একটা অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্যক।"

মিসেস ব্রান্‌সলা চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"সেকি? কেন?"

৮

একদিন মিষ্টার অগ্‌গির গৃহে খানা চলিতেছে। তাঁহার একটি প্রিয় কুকুর ছিল, সেটি একটি ব্রিটিশ টেরিয়ার।

খাবার সময় মিসেস অগ্‌গি টেবিলের ধারে কুকুর আসা কোনো দিনই পছন্দ করিতেন না। তাই স্বামীর অলক্ষিতে মাঝে-মাঝে তিনি এই ভাগ্যবান জন্তুটিকে বাঁধিয়া রাখিতেন।

তথাপি কোনো-কোনো দিন সেটা ছাড়া থাকিত, আর সেই দিন খাবার সময় কাছে আসিবামাত্র মিষ্টার অগ্‌গি তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তবে খাইতে বসিতেন। মিসেস অগ্‌গি তার পর তাঁহাকে হাত-মুখ ধোয়াইয়া তবে খাইতে দিতেন।

* * * *

সেদিন রাত্রিতে মিষ্টার এবং মিসেস ব্রান্‌সলা তাঁহাদের গৃহে খাইতে বসিয়াছেন।

খাবার সময় যাই কুকুরটি কাছে আসিল, তখনই মিষ্টার অগ্‌গি খাইতে-খাইতেই হাতের ছুরি-কাঁটা রাখিয়া কুকুরের মুখ চুম্বন করিলেন, আর বলিলেন, "Fine specimen of

a British terrier, is'nt he ?" (খাসা ব্রিটীশ টেরিয়ার, নয় কি ?)।

কথাটি তিনি বলিলেন মিষ্টার এবং মিসেস ব্রান্সলার দিকে মুখ ফিরাইয়া।

তার পর আবার মিষ্টার অগ্‌গি খাইতে যাইবেন, তখন রুক্মিণী বাধা দিয়া বলিলেন, "You had better go and wash" (তুমি গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এস)। অতিথিদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আমার স্বামীকে একটু উঠে যাবার জন্যে আপনাদের অনুমতি পেতে পারি কি ?"

মিষ্টার এবং মিসেস ব্রান্সলা এক সঙ্গে বলিলেন,—"নিশ্চয়, ওঁর ওঠা উচিত।"

মিষ্টার ব্রান্সলা একটু হাসিয়া বলিলেন,—"যদিও এটা একটা আপদের বিষয় সন্দেহ নাই।"

মিষ্টার অগ্‌গি স্ত্রীকে বলিলেন—"কি-করে আমি উঠতে পারি ? খানার টেবেল থেকে এখন ওঠা ভারি বে-দস্তুর কাজ হবে যে !"

মিষ্টার ব্রান্সলা তখন মনে-মনে বলিলেন—"তা খুব খারাপ, কিন্তু এখন খেলে তার চাইতেও খারাপ হবার কথা।"

কিন্তু এ-কথা মুখে বলিলে নিমন্ত্রণকারী গৃহস্বামীর প্রতি রূঢ় হইবে ভাবিয়া মিষ্টার ব্রান্সলা তাহা প্রকাশ্যে না-বলিয়া

স্মুধু বলিলেন,—"দস্তুরের কথা ছেড়ে দেও, অগ্‌গি। উনি যা বল্‌লেন তাই কর, তার পর এ-বিষয়ে আমরা কথা কইব।"

*　　*　　*　　*

মিষ্টার অগ্‌গি নির্দ্দেশ-মত কার্য্য কবিলেন,—কিন্তু একটা অস্ত্রের খোঁচা কোথায় গিয়া লাগিল।

তার পর খানার টেবিলে হাসিটাও যেন আর তেমন জমিল না।

স্বামীর হৃদয়ে কোথায় আঘাত লাগিল, মিসেস অগ্‌গি তাহা টের পাইলেন। তাঁহার চক্ষুতে তখন জল আসিতেছিল।

৯

সে রাত্রিতে খানার পর মিষ্টার এবং মিসেস ব্রান্‌সলা অনেকক্ষণ মিষ্টার অগ্‌গির গৃহে থাকিয়া গেলেন।

মিষ্টার ব্রান্‌সলা মিষ্টার অগ্‌গিকে এক পাশে ডাকিয়া লইয়া কি-কি তাঁহাকে বলিলেন।

*　　*　　*

তার পর মিষ্টার ব্রান্‌সলা মিষ্টার অগ্‌গিকে বলিলেন—"Oh, don't be glum ; come now."। (যাও, বিমর্ষ হয়ে চুপ করে থেকো না, এস)।

তাঁহারা ড্রইং রুমে গেলেন।

সেখানে মিষ্টার ব্রান্‌সলা এবং তাঁহার পত্নী, মিষ্টার অগ্‌গির ইংরেজী আবৃত্তির খুব সুখ্যাতি করিয়া আবার তাঁহাকে বেশ 'তাজা' করিয়া লইলেন।

*　　　*　　　*　　　*

মিষ্টার ব্রান্‌সলা বেশ সংস্কৃত জানিতেন, অনেক শ্লোক তাঁহার মুখস্থ ছিল।

মিষ্টার অগ্‌গিও ভাল বাংলা ও সংস্কৃত জানিতেন, কিন্তু সেই ভাষাগুলি নেহাৎ "এদেশী", তাই সেগুলি যে তাঁহার জানা ছিল এ কথা প্রাণান্তেও তিনি জনসমাজে প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার কালিদাসের শ্লোক আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনেক মুখস্থ ছিল,—সেগুলি গৃহে বসিয়া মধ্যে-মধ্যে সুন্দর আবৃত্তি করিতেন, কিন্তু বহির্জ্জগতে এ কথা কেহই জানিত না। রুক্মিণীর উপর কড়া নিষেধ ছিল, তাই তিনি এ কথা কখনো প্রকাশ করেন নাই।

মিষ্টার ব্রান্‌সলা বলিলেন—"আমি ভাল বলতে পারবো না বলে' সেদিন ক্লাবে সংস্কৃত শ্লোকটা বলি নি। নইলে—তা যা হোক, আজ তো প্রাইভেট গ্যাদারিং, যদি কেউ কিছু মনে না করেন—"

মিষ্টার এবং মিসেস অগ্‌গি বলিলেন,—"সে কি? কেউ আবার কি মনে করবে?"

*　　　*　　　*

তারপর মিষ্টার ব্রান্‌সলা আস্তে-আস্তে, সংযত চেষ্টায়, বিশুদ্ধ উচ্চারণে রঘুবংশ হইতে আবৃত্তি করিলেন,—

"সঞ্চার-পূতানি দিগন্তরাণি।"

মিষ্টার অগ্‌গির তখন মনে পড়িল তার পরের পংক্তি,—"কৃত্বা দিনান্তে নিলয়ায় গন্তুম্‌।" কিন্তু তিনি মুখে কিছুই বলিতে পারিলেন না।

মিষ্টার ব্রান্‌সলা কুমারসম্ভব হইতে আবৃত্তি করিলেন,— "ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি।"

তিনি দ্বিতীয় পংক্তি সমাধা করিবার পূর্ব্বেই মিষ্টার অগ্‌গি মনে-মনে পড়িয়া ফেলিলেন—"ভস্মাবশেষং মদনঞ্চকার" পর্য্যন্ত। মুখে কিছুই বলিতে পারিলেন না।

মিষ্টার ব্রান্‌সলা তখন বলিলেন—"কালিদাস কি জাঁকালো লোক ছিলেন! আজ তিনি কেবল 'কবি কালিদাস', সমস্ত যুগ এবং সমস্ত দেশমণ্ডলীর পক্ষে কেবল তাই। কেবল-মাত্র স্থানীয় নরপতির সভাকে যিনি রচনা-চাতুর্য্যে সঞ্জীবিত করে' রাখতেন, আজ আর তিনি সুধু তাই নন। তুমি কি বল অগ্‌গি!

মিষ্টার অগ্‌গি বলিলেন,—"তা বটেই তো।" সুধু এই পর্য্যন্ত!

কিন্তু তখন মিষ্টার অগ্‌গির মনে পড়িতেছিল কালিদাসের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের উক্তি,—

"আজ তুমি 'কবি' শুধু, নহ আর কেহ,—
কোথা তব রাজসভা, কোথা তব গেহ,
কোথা সেই উজ্জয়িনী, কোথা গেল আজ
প্রভু তব, কালিদাস, রাজ-অধিরাজ!"

মিসেস অগ্‌গি স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন, ইচ্ছা তিনি একটু বাংলা আবৃত্তি করেন। তাহা হইল না।

মিষ্টার এবং মিসেস ব্রান্‌সলা রুক্মিণীর দিকে একটু চাহিলেন।

* * * *

মিষ্টার ব্রান্‌সলা মিষ্টার অগ্‌গিকে বলিলেন, "তোমাদের দেশে শুনছি রবীন্দ্রনাথ বড় কবি। আমার দুর্ভাগ্য বাংলা কবিতা বোঝবার মতন বাংলা জ্ঞান আমার নাই; আর এ বয়সে কি নতুন করে কবিতা পড়তে শেখা যায়? এখন যেন মৃত্যুই সকলের চেয়ে বড় কবিতা।" এই বলিয়া তিনি ডান্টে হইতে মৃত্যু বিষয়ক একটি অংশ আবৃত্তি করিয়া কহিলেন, "বাংলায় এমন আছে কি না জানি না"!

মিষ্টার অগ্‌গির তখন মনে পড়িতেছিল রবীন্দ্রনাথের লিখিত মৃত্যু বিষয়ক কবিতা,—

"ওরে মৃত্যু জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে
বেঁধেছিস বাসা,

যেখানে নির্জ্জন কুঞ্জে ফুটে আছে যত মোর
স্নেহ ভালবাসা।

* * * *

রাত্রিদিন ধুক্ ধুক্ হৃদয় পঞ্জর-তটে
অনন্তের ঢেউ,
অবিশ্রাম বাজিতেছে সুগম্ভীর সমতানে
শুনিছে না কেউ।

* * * *

দিন রাত্রি নির্ণিমেষ বসিয়া নেত্রের পানে
নীরব সাধনা,
নিস্তব্ধ আসনে বসি একাগ্র আগ্রহ ভরে
রুদ্র আরাধনা।

* * * *

ভোর শান্ত সুগম্ভীর অচঞ্চল প্রেম মূর্ত্তি
অসীম নির্ভর,
নির্ণিমেষ নীলনেত্র বিশ্বব্যাপ্ত জটাজুট
নির্ব্বাক অধর ;
তার কাছে পৃথিবীর চঞ্চল আনন্দগুলি
তুচ্ছ মনে হবে ;
সমুদ্রে মিশিলে নদী বিচিত্র তটের স্মৃতি
স্মরণে কি রবে ?"

* * * *

মিষ্টার অগ্‌গি মনে-মনে ভাবিলেন, “হায়, পৃথিবীর যে-কোন কবি এইরূপ কবিতা লিখিলে অমর হইবার কথা!” মুখে তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না।

অনেক রাত্রে মিষ্টার এবং মিসেস ব্রান্‌সলা চলিয়া গেলেন। ‘অস্ত্রচিকিৎসার’ আর আবশ্যক ছিল না!

* * * *

সে রাত্রে মিষ্টার অগ্‌গি হাসিয়াছিলেন কি কাঁদিয়াছিলেন আমরা জানি না।

১০

আরো পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সেবার আর-একটা সেনসাস্ আসিল। মিষ্টার অগ্‌গি তাহাতে নিজের নাম ইত্যাদি স্বহস্তে বাংলায় লিখিয়া দিলেন,—“শ্রীঅমরলাল নিয়োগী, বাঙ্গালী, হিন্দু, ব্রাহ্মণ।”

তখন মিষ্টার এবং মিসেস ব্রান্‌সলা এদেশ হইতে বিলাত চলিয়া গিয়াছেন। মিসেস হ্যামফোর্ডও তখন বিলেতে।

রুক্মিণী সেদিন বসিয়া মিষ্টার ব্রান্‌সলাকে বাংলায় একখানি পত্র লিখিতে ছিলেন।

অমরলাল (এখন মিষ্টার নিয়োগী আর মিষ্টার অগ্‌গি নন) আসিয়া পুরাতন অভিনয়ের ভাণ করিয়া পশ্চাৎ হইতে রুক্মিণীকে ডাকিয়া একটি ইংরাজি গান সুরু করিলেন।

রুক্মিণী অভিমানের ভাণ করিয়া বলিলেন,—"ইংরেজিটে একদিকে চালানো চাই, তাই বুঝি!" তার পর বলিলেন—"যাও, আমি এখন বাবাকে বাংলায় চিঠি লিখ্‌ছি, ইংরেজি ব'কো না।"

অমরলাল বলিলেন,—"চিঠিটে দেখাবে না?"

রুক্মিণী বলিলেন—"দেখাব, স্বধু এক লাইন, এই যে—" এই বলিয়া তিনি অমরলালকে দেখাইলেন পত্রের একটি পংক্তি তাহাতে লেখা ছিল,—

"আজ পৃথিবীতে আপনার কন্যা রুক্মিণী সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবতী।"

অমরলাল স্বহস্তে (স্ত্রীর অনুমতি লইয়া) বাংলায় তার সঙ্গে যোগ করিলেন,—

"রুক্মিণী বড় গুণবতী, আর আপনার জামাতা অমরলাল পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষাই ভাগ্যবান।"

রুক্মিণী বলিলেন—"যাও!"

তখন দুজনকারই চোখে জল!

খাঁটি আর নকল

১

সুবিদপুর রেলষ্টেসনে যখন দিনমালপুর হইতে “অপ” (up) মেল আসিয়া পৌঁছায় সে সময়টা বাস্তবিক বড় ‘বিদ্‌ঘুটে’। রাত্রি প্রায় ‘দুটো পনেরো’ মিনিটে ট্রেণ আসে,—তারপর হালিমগঞ্জের দিকে যাইবার ট্রেণ পাওয়া যায় সকাল সাতটায়; এতক্ষণ সেই ষ্টেসনে বসিয়াই থাকিতে হয়।

তার উপর আর একটা ‘বিদ্‌ঘুটে’ ব্যাপার হইতেছে এই যে আক্রমপুর নামক স্থান হইতে একখানি জাহাজ সুবিদপুর আসে রাত্রি ‘সাড়ে ন-টায়,’—তা’তে হালিমগঞ্জ যাইবার যে সকল আরোহী আসেন তাঁহারা দিব্য আরামে আহারাদি সমাধা করিয়া সুবিদপুর ষ্টেসনের বিশ্রাম প্রকোষ্ঠটা অধিকার করিয়া সুনিদ্রা দিতে থাকেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী কেহ এই জাহাজে আসিলে দিনমালপুর হইতে আগত যাত্রীদের পক্ষে বিশ্রাম গৃহে প্রায়ই স্থান হয় না।

দিনমালপুর আর হালিমগঞ্জ বেশ বড় স্থান,—দুই জায়গায়ই অনেক সাহেব-সুবো থাকেন। বড়দিনের সময় প্রায় সকলেই হালিমগঞ্জ যান,—সেখানে তখন খুব ধুমধাম।

সুবিদপুর হইতে একটা লোকাল ট্রেণ ভোর 'পৌণে সাতটায়' দিনমালপুর যায়; সেটা আসিলেই হালিমগঞ্জের যাত্রীগণ 'প্রস্তুত' হন,—তার পনেরো মিনিট পরই হালিমগঞ্জের ট্রেণ।

২

সে দিন ২৪শে ডিসেম্বর,—তখন বড়দিনের ছুটী।

রাত্রি সারে ন-টার জাহাজে একজন প্রায়-বৃদ্ধ বাঙালী ভদ্রলোক দড়িতে বাঁধা একটী কাপড়ের গাঁঠরী, একটা ক্ষুদ্র ষ্টীল-ট্রাঙ্ক, বড় একটা 'ডাবা' হুঁকো ও গামছাতে বাঁধা একটী পেতলের গাড়ুসহ সুবিদপুর আসিলেন।

তাঁহার কোন্ শ্রেণীর টিকেট ছিল তাহা কাহারো জানা নাই,—তবে তিনি আসিয়া প্রথম শ্রেণীর 'ওয়েটিং রুম'টীতে ঢুকিলেন এবং সেই ঘরের একমাত্র খট্টাটীতে বিছানা করিয়া উদ্গার করিতে-করিতে নিরুপদ্রবে শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। আহারাদি পূর্ব্বেই কোথাও হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার বর্ণ খুব উজ্জ্বল গৌর, কিন্তু কাঁচা ও পাকা একরাশি গোঁফ আর ততোধিক রাশীকৃত দাঁড়িতে তাঁহার সুন্দর মুখ-শ্রী চক্ষু হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত এমন ভাবে ঢাকা পড়িয়াছে যে তাহাদের

প্রতাপে তাঁহার শরীরের বর্ণ খুঁজিতে হইলে বড় ভ্যাজালে পড়িবার কথা। তবু যা-হৌক তাঁহার ললাট-দেশ ও হস্ত-পদ দেখা যাইতেছিল,—তাহাতেই কতকটা বোঝা গেল, লোকটী এককালে দেখিতে বেশ সুশ্রী ছিলেন।

তাঁহার সঙ্গে একজন মধ্য-বয়সী ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি 'ইণ্টার'ক্লাশের ব্যবস্থা দেখিতে গেলেন।

৩

শেষরাত্রি,—'দুটো পনেরোর' ট্রেণ আসিয়া গিয়াছে।

দুইজন প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ইংরেজী কাপড় পরিয়া আসিয়াছেন; তাঁহারা সুবিদপুরের বিশ্রাম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যাহা ভয় করিতেছিলেন তাহাই,—নিতান্ত বাংলামতে কে-একজন লেপগায়ে সেই ঘরের খট্টাটাতে শুইয়া নাসিকা-ধ্বনি সহ সুনিদ্রা দিতেছেন।

সাহেব-বেশী দুজনার মধ্যে একজন হইতেছেন মিষ্টার পি-টি-ড (P. T. Daw), যাঁহার বাংলা নাম এককালে ছিল "প্রিয়তোষ দাঁ;" আর একজন একটী খাঁটি ইউরোপীয়ান,—মিষ্টার জে, ম্যাক্‌গ্রেগার (J. Mac Gregor)। দুজনে খুব ভাব তাঁহারা এক সঙ্গে হালিমগঞ্জ যাইতেছেন, সেখানে বড়দিনে "ফ্যান্সি বল" (Fancy Ball),"হকি টোর্ণামেণ্ট (Hockey Tournamont) প্রভৃতি অনেক ব্যাপারে উভয়ে একত্র যোগদান করিবেন।

মিষ্টার ড হুট্‌পাট্‌ করিয়া গিয়া সেই খট্টা-শায়িত ব্যক্তির মুখের আচ্ছাদন লেপের কোণটুকু টানিয়া তুলিলেন। তারপর অধীর ভাবে বলিলেন,—"Babu, Ticket please" ["বাবু, তোমার টিকেট চাই"।]

বাঙালী বাবুটীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু তিনি জোরে লেপাংশটী টানিয়া ধরিয়া স্পষ্ট ইংরেজীতে বলিলেন,—"You have no right to disturb my sleep, whoever you might be" ["আমার ঘুম ভাঙ্‌বার তোমার কোনো এক্তিয়ার নাই,—তুমি যে কেহ হওনা কেন"।]

মিষ্টার ড বলিলেন,—But I want to see your ticket ; this is no place for Babus" ["কিন্তু আমি তোমার টিকেট দেখ্‌তে চাই,—এ-টী 'বাবু' লোকের জায়গা নয়"।]

তেজের সহিত বাবুটী উত্তর করিলেন,—You better look out for yourself,—I won't show you my ticket now ; if you have a right to see it, you do so when I get up from sleep in the morning, not before." ["তুমি তোমার নিজের পথ দেখ্‌তে পার। আমি এখন তোমায় আমার টিকেট দেখাব না ; তোমার যদি দেখবার অধিকার থাকে তবে সকালে আমার ঘুম ভাঙ্‌লে দেখতে পাবে, তার আগে নয়।"]

—তারপর বাবুটী আবার বেশ করিয়া লেপ টানিয়া শুইলেন, ঘুমটায় বড় ব্যাঘাত হইল।

8

খাঁটী সাহেবটী বলিলেন,—"I say Daw, better leave him; poor fellow needs his sleep; we'll sit it out." ["দেখ হে, ড,—এঁকে ছেড়ে দাও; এঁর ঘুম দরকার; আমরা দুজনায় এস বসেই রাত্তিরটে কাটিয়ে দি।"]

মিষ্টার ড বলিলেন,—"Oh rather, come along" ["বেশ তো, এসো না।] এই বলিয়া তিনি বাক্স খুলিলেন, আর কি-কি সব বাহির করিলেন।

বাঙালী বাবুটী লেপের মধ্য হইতে ম্যাকগ্রেগারকে বলিলেন,—"I didn't need my sleep so much as I resented the language. If you want the bed., I'll give it up gladly, but I won't to him"

["আমার ঘুমের তত দরকার ছিল না, যত ওর অসংযত বাক্যের জন্য আমি চটেছিলুম। তা আপনি যদি শুতে চান, আমি আনন্দ সহকারে খাটিয়া ছেড়ে দেবো, কিন্তু ওঁকে দেবো না।"

মিষ্টার ম্যাকগ্রেগার বলিলেন,—"No thanks, it's all right. You are older than I am" ["না—না, তার দরকার নেই। আপনি-তো আমার চেইতে বয়সে বড়, আপনিই শুয়ে থাকুন।"]

তারপর মিষ্টার ম্যাকগ্রেগারের সঙ্গে গোটাকতক শিষ্টাচার-জনক বাক্য পরিবর্ত্তনের পর বাবুটী লেপের মধ্যেই রহিলেন,—ঘুম আর ভাল হইল না।

৫

ততক্ষণে দু-জন সাহেবের কথাবার্ত্তা চলিতেছে,—চুরুট আর 'ইত্যাদির' মধ্যে।

খাঁটী সাহেবটী বলিলেন,—He must be asleep now ; talks so fine ! I wish you didn't trouble him, Daw ! ["উনি বোধ হয় এখন ঘুমিয়ে গেছেন ; খাসা কথা বললেন কিন্তু ! আমার বোধ হয়,—ড,—ওঁকে না ঘাঁটালেই হোতো।"]

মিষ্টার ড বলিলেন,—"Well, I don't know. They are such a cheeky lot,—these people out here." ["তা আমি ব'লতে পারিনে ; এরা ভারি বে-আদপ, এদেশের এই সব লোকগুলো।"]

মিষ্টার ম্যাগগ্রেগার নীরব রহিলেন।

* * * *

তারপর মিষ্টার ড অনেক ইংরেজী বলিলেন, ক্লাবের খবর ; বিলিয়ার্ড, ব্রীজ, হকি প্রভৃতির কথা ; ফ্যান্সি-বল প্রভৃতি বড়দিনে কি কি হইবে সকল বিষয়ের অনেক সংবাদ, কিন্তু

ম্যাকগ্রেগার আর বড় বেশী কিছু কহিলেন না। এদিকে মিষ্টার ড-এর 'মেলা' কথার মধ্যে যদিও অনেকটার উচ্চারণ ইদানীং-এর মতন খাঁটি ইংরেজী "টোনেই" হইতেছিল,—তথাপি সহযাত্রীর ভাবটা তত উৎসাহ-বর্দ্ধক না হওয়ায়, মধ্যে-মধ্যে তাঁহার কতকগুলি বাক্যাংশ পূর্ব্বের ন্যায় বাংলা সুরেও বাহির হইয়া পড়িতেছিল।

তখন বাঙালী বাবুটী তাঁহার সেই লেপ ও দাঁড়ি-গোঁফে প্রায়-আবৃত চক্ষুদুটী একবার মুদ্রিত করিয়া পাশ ফিরিলেন, তারপর ছোট্টো করিয়া বলিলেন,—"তাই ভাবছিলুম,—এটা কে! তা এতক্ষণে বুঝলেম—"

কথা কয়টী মিষ্টার ড-এর কাণে গেল কি-না তাহা বুঝিতে পারা গেল না,—তবে তিনি সেই সময় খুব খাঁটী ইংরেজী সুরে কথা কহিতেছিলেন, এবং সজোরে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে-ছাড়িতে বসিবার চেয়ারখানি পৃষ্ঠের দিকে ঠেলিতে-ঠেলিতে ভূমির সঙ্গে প্রায় ৭০ ডিগ্রী 'কোণ'-পর্য্যন্ত তাহাকে নোওয়াইয়া লইয়া, পদদ্বয় টেবিলের উপর যথারীতি উঠাইয়া দিয়া, দুটা হাত ট্রাউজার্স-এর পকেটের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া দৃঢ়-আধিপত্যের অভিনয়ের সহিত বলিলেন,—"Well, Mac Gregor, You and I are perhaps the only two Scotchmen in our Club !" ["ভাল, ম্যাকগ্রেগার, আমাদের ক্লাবে বোধ হয় খালি তুমি আর আমি, ক্লুব্যে এই দু-জনাই স্কচমেন্!]

এবার ম্যাকগ্রেগার বলিলেন,—"Well, I dont know" ["তা ঠিক বলা যায় না",]

এই কথা বলিয়াই কিন্তু তাঁহার মনে হইল যেন এই অভিমত জ্ঞাপন দ্বারা তাঁহার সহযাত্রীকে বুঝি হঠাৎ মানসিক আঘাত দেওয়া হইল,—কারণ মিস্টার ড এর গায়ের রং গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ; তাই তিনি তাঁহার উক্তিটা সংশোধন করিয়া লইয়া বলিলেন,— "I mean, I'm not sure about myself" ["আমি ব'লতে চাইছিলেম যে আমি নিজের বিষয়েই একটু সন্দিহান্]।

তারপর মিষ্টার ম্যাকগ্রেগার নিজের সম্বন্ধে কৈফিয়ত দিয়া বলিলেন,—"My people have been globe-trotters in the past. I'm half Scotch and half domiciled foreigner, full British for many generations, though. One of my ancestors was Mac Millan, and another Gregory,—we got properties from both and became Mac Gregor." ["দেখ, আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা পৃথিবীর সব ঠাঁই ঘুরে বেড়াতেন; আমি অর্দ্ধেক স্কট আর অর্দ্ধেক স্কটল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী,— আমরা কিন্তু অনেক পুরুষ থেকেই পুরোপুরি 'ব্রিটীশ'। আমার এক পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন 'ম্যাকমিলান', অপর একজন ছিলেন 'গ্রেগারী'—আমরা দুদিক থেকেই সম্পত্তি পেলেম, আর আমাদের পদবী হলো তখন 'ম্যাকগ্রেগার'।"

ম্যাকগ্রেগার একটা দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন,—পাছে ড এর মনে আঘাত লাগে।

বাঙালী বাবুটী এবার পাশ ফিরিতে-ফিরিতে মৃদুস্বরে বলিলেন,—"হায়, খাঁটী আর নকল !"

৬

ভোর ৭টার প্রায় ১৫ মিনিট বাঁকী।

ঢং ঢং করিয়া লোকাল ট্রেণের ঘণ্টা বাজিল। এই ট্রেণটা যাইবে দিনমালপুর, যে স্থান হইতে ড এবং ম্যাকগ্রেগার আসিয়াছেন। এই লোকাল ট্রেণের পরই হালিমগঞ্জ যাইবার ট্রেণ, সেই ট্রেণেই উভয়ের একত্র যাইবার কথা ; লোকাল ট্রেণের ঘণ্টা পড়িতেই তাঁহাদের ready (প্রস্তুত) হওয়া দরকার।

মিষ্টার ড তাই 'প্রস্তুত' হইবার জন্য উঠিয়া 'গোছল খানার' দিকে যাইতেই বাঙালী বাবুটীর চকচকে পেতলের গাড়ুতে তাঁহার পা-লাগিবার মতন হইল।

তখন বাবুটী লেপের ভিতর হইতেই সুস্পষ্ট বাংলা ভাষায় বলিলেন,—"ওটাকে লাথি মেরে আর কাজ কি ? ওটা খাঁটী পেতল !"

তার পর "দুর্গা, দুর্গা" বলিয়া তিনি উঠিবার উপক্রম করিলেন।

*　　*　　*　　*

গাড়ুটাকে বাঁচাইয়া মিষ্টার ড তাড়াতাড়ি গোছল খানায় গেলেন।

কে জানে কেন, তখন বাবুটীর সেই লেপের কোণ হইতে ক্রমশঃ উদীয়মান মূর্ত্তি, তাঁহার গোঁফ ও দাঁড়ির প্রাধান্য এবং তাঁহার 'সটান' বাংলা উক্তি মিষ্টার ড কে বুঝি এবার একটু চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল।

ম্যাকগ্রেগার তখন তাঁহার 'হ্যাণ্ড ব্যাগ' (hand bag) লইয়া উঠিবার জোগাড় করিতেছিলেন, তিনি অল্প-অল্প বাংলা জানিতেন,—গাড়ু সম্বন্ধে বাবুটী যাহা বলিয়াছিলেন তাহার ভাবার্থ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এবার মিষ্টার ড গোছলখানায় গিয়াছেন, এই সুযোগে তিনি সেই কথাটা পাড়িয়া বাবুটীকে বলিলেন'—"আপনার গাড়ুটী খাঁটী পেতল, আর আপনিও আছেন খাঁটী বাঙালী।"

তৎক্ষণাৎ বাঙালী ভদ্রলোকটী উত্তর দিলেন,—"নিশ্চয়, যদিও ইংরেজীটা ছেলে বেলায় ইংরেজ মাষ্টারের ঠেঁই-ই শিখেছিলুম !"

বাবুটী তখন গাত্রোত্থান করিয়া মিষ্টার ড এর ব্যাগের উপরে লেখা নামটী একটু বড় করিয়াই পড়িয়া ফেলিলেন,—"P. T. Daw,"—হঠাৎ এমন করিয়া নামটী তিনি উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়াছেন যেন খাঁটী সাহেবটীর কর্ণে কথাটা শোনাইতে ছিল,—"Pity Daw" ! (ধিক্ ড !।

মিষ্টার ড গোছল খানা হইতে একথা শুনিলেন কিনা জানা গেল না,—তবে সেই মুহূর্ত্তে তিনি সজোরে স্নানাগারের 'পাইপ' হইতে জল ছাড়িতে ছিলেন।

৭

বাবুটী তাঁহার টিকেট খানা আর তাহার সঙ্গে তাঁহার নিজ নাম লিখিত একখানি কার্ড বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন; বলিলেন,—"গোছলখানা থেকে এসে আবার উনি হয়তো টিকেট দেখতে চাইবেন।"

টিকেটখানি প্রথম শ্রেণীর আর কার্ডে নামটী ছাপানো ছিল,—থাকুক এখন সে কথা।

ম্যাকগ্রেগার তাঁহার নিজের ব্যাগটী হাতে করিয়া বাঙালী ভদ্রলোকটীর নিকট আসিলেন; মৃদু হাস্যের সহিত তিনি বাবুটীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"Good-bye, very pleased to make you acquaintance. I'm going back to Dinmalpur,—not proceeding to Halimgunje after all. Would you tell my friend when he comes out,—I'm sorry to leave him." ["তবে আমি আসি, আপনার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে বড় খুসী হলেম। আমি দিনমালপুর ফিরে যাচ্ছি, হালিমগঞ্জ আর গেলুমই না। আমার বন্ধুটী গোছলখানা থেকে বাহিরে এলে তাঁকে অনুগ্রহ

করে ব'লবেন—আমি বড় দুঃখিত হইছি আমায় তাঁকে ছেড়ে যেতে হ'লো।"]

৮

হুস্ হুস্ করিয়া দিনমালপুর যাইবার লোকাল ট্রেণটা প্লাট-ফরমে আসিয়া দাঁড়াইল।

মিঃ ম্যাকগ্রেগার তাহাতে চড়িয়া বসিলেন। তখনো মিঃ ড গোছলখানার ভিতর। সেই ঘরের একটী জানালা প্লাটফরমের দিকে,—সেটী যেন একটু নড়িল।

মিঃ ম্যাকগ্রেগারের সঙ্গে কথা কহিতে-কহিতে বাঙালী বাবুটী তাঁহার ট্রেণ পর্য্যন্ত গিয়াছেন। তারপর সাহেবের সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া বাবুটী যখন বিশ্রাম প্রকোষ্ঠে ফিরিয়া আসিলেন ততক্ষণে দেখিতে পাইলেন মিষ্টার ড কোথায় সড়িয়া পড়িয়াছেন,—তিনি কোন্ দিকে গিয়াছেন কেহ বলিতে পারে না। তাঁহার মাল-পত্রের কোনই চিহ্ন সেখানে নাই।

* * * * *

তারপর হালিমগঞ্জের ট্রেণ যখন আসিল তখন দেখা গেল বিখ্যাত ইংরেজী-অধ্যাপক বাবু গৌরহরি দাঁ একেলাই তাহাতে প্রথম শ্রেণীর প্যাসেঞ্জার।

তাঁহার সঙ্গীয় সেই ইণ্টার ক্লাশের ভদ্রলোকটী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যাকে দেখলুম ওটী আপনার ভাইপো

প্রিয়তোষ নয় ?—যাহোক আপনার তো ছেলেপিলে নেই, আর ওরো-তো বাপ-মা ছিল না ! তবু আপনি পনেরো-বিশ হাজার টাকা খরচ ক'রে বিলেত পড়িয়ে তাকে মানুষ করলেন !

—গৌরহরি বাবু বলিলেন, "হুঁ", ক'রলুম বই কি! আপনি এই বারে উঠে পড়ুন-গে, গাড়ী ছাড়বে,——"

ট্রেণখানি প্লাটফরম হইতে বাহির হইয়া গেল।—গৌরহরিবাবু একেলা বসিয়া তখন আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন, তাঁহার সমস্ত মুখ আর শ্মশ্রু-গুম্ফ চক্ষুর জলে ভিজিয়া গিয়াছে, তাহার উপর প্রভাত রৌদ্রের সোণালী রশ্মি পড়িয়া চক্-চক্ করিতেছিল।

নূতন কুটুম্বের পুরাতন সম্ভাষণ।

১

মিঃ আর মুকার্জ্জি (রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) ছিলেন মালীনগরের জমীদার বংশীয় লোক। তাঁদের 'বনেদি' ঘর,—সমস্ত আলামদহ জেলাটায় তাঁদের নাম-ডাক।

তিনি যখন বালক বল্‌লেও চলে,—এই বিশ বৎসর বয়সে,—কল্‌কাতা উনিভার্সিটীর এম্ এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেলেন, তখন তাঁর দাদামশাই স্বনাম-ধন্য জমীদার রায় বাহাদুর লক্ষ্মীনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সে-কেলে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। সরকারী আফিসের বড় সাহেব মিষ্টার Weatherthrow (ওয়েথার থ্রো) ছিলেন রায় বাহাদুরের মুরুব্বি। রায় বাহাদুরের পুত্র, অর্থাৎ রমেন্দ্রর পিতা, পূর্ব্বেই মারা গেছেন; তাই রায় বাহাদুর আর চাকুরার ভার নিজের স্কন্ধে বইতে চান্ না ব'লে এই নাতিটীকে বড় সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন।

এই সাহেবটীর ছিল 'সেকেলে' ভাব,—বাঙালীর ইংরেজী কাপড় পড়া তিনি পছন্দ কর্‌তেন না। সে বিষয় নিয়ে রায় বাহাদুরের নিজের কোনো আশঙ্কা ছিল না, তবে তাঁর ভয় ছিল এই ছোক্‌রাটীকে ব'লে,—কারণ সে ইংরেজী চাল্‌ দিত, আর হাজার বলা-কওয়াতেও কখনো বাংলা কাপড় পড়েনি।

তাই রায় বাহাদুর ছোক্‌রাকে বাহিরে রেখে আগে নিজে গেলেন সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রতে;—সব ঠিক ক'রে যা হয় দেখা যাবে। কিন্তু বৃদ্ধ রায় বাহাদুর তাঁর মুরুব্বিটিকে ভুল বুঝেছিলেন।

২

রায় বাহাদুর সাহেবের সঙ্গে কথা ব'ল্‌ছেন। সাহেব ব'ল্‌লেন,—

"Your grandson ?—Well, he must be clever. Oh, I'll make him a Deputy Magistrate at once,—like a shot."

"Thank your honour."

"But Rai-Bahadur, when he comes to see me, tell him please, he must be properly up. I s'pose you know what I mean,—hope he knows the right form."

["আপনার নাতি ?—সে নিশ্চয়ই বেশ চালাক। আমি তাকে এক্ষুণি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ক'রে দেবো,—এই ঝাঁ করে।"

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।"

"কিন্তু রায় বাহাদুর, যখন ছেলেটী আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে আসে, সে যেন ঠিক ভাবে আসে। আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন আমি কি বল্‌চি,—আমি ভরসা করি সে ঠিক প্রণালী জানে।]"

রায় বাহাদুরের তালু শুকিয়ে গেলে। ছেলেটী যে সঙ্গেই আছে তা-আর বললেনই না, পাছে যদি সাহেব তাকে তখুনি দে'খতে চান। তার সাহেবী পোষাক!

সেবার রমেন্দ্রর চাকুরী আর নেওয়া হ'ল না।

৩

মিষ্টার আর মুখার্জ্জির গায়ের রংটা ছিল 'কালো',—একটু বেশী রকমই 'কালো', তাই যখন তিনি বিলেত হ'তে ফিরে এলেন তখন তাঁর বাংলা ভাষা বিষয়ে সম্পূর্ণ বিস্মৃতি হ'য়ে গেলেও গায়ের রংটা তাঁর একটা চিরন্তন শত্রু হ'য়ে রইল। তাকে আর কিছুতেই তাড়ানোর যো নাই।

মিষ্টার মুকার্জ্জি বিলেত হ'তে শিখে এলেন "উদ্ভিজ্য জগতের রাসায়নিক প্রক্রিয়া"; দেশে এসে চাকুরী নিলেন,—সেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী। তবে এখন আর তাঁকে কেউ পোষাক

নিয়ে কিছু ব'ল্তে পারতো না,—এইটে যা-লাভ। তখন পিতামহ রায় বাহাদুর ইহলোকে নেই।

যাঁদের সঙ্গে মিঃ মুকার্জ্জি বিলেতে প'ড়চেন তাঁরা সব কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁর অনেক উপরে; তবু কয়েক দিন তিনি তাঁদের সঙ্গে 'যেচে' গিয়ে বলতেন, "Hallo, Roberts,—Old fellow," "Look here, Thomas,—what a fine time we had at Bristol that X'mas" ইত্যাদি।

["ওহে রবার্টস্,—কিহে!" "শোনো টমাস্, সেবার এক্সম্যাসে বৃষ্টলে কি মজাটাই হ'য়েছিল, কেমন, নয়?]"

ক্রমশঃ কিন্তু অভিজ্ঞতাটা পার্থক্যের অস্তিত্ব বুঝিয়ে দিল।—তাই তার পরে আর তিনি এসব বল্তেন না।

তবু মিষ্টার মুকার্জ্জি খালি ইংরেজীই ব'লতেন। বাংলা তো বল্তেনই না, ধুতিও কখনো প'র্তেন না।

৪

প্রায় পনেরো বৎসর চাকুরীর পর মিষ্টার মুকার্জ্জি একদিন ক'লকাতার একটা বাঙালী গলিতে ঢুকেছেন। তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত কালীপদ চট্টোপাধ্যায় বেনারেসের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকীল; তিনি ও তাঁর ভার্য্যা (মিষ্টার মুকার্জ্জির কনিষ্ঠা ভগ্নী) শ্রীমতী সারদাসুন্দরী দেবী সেবার ক'লকাতায় এসেছেন; মিসেস্ মুকার্জ্জি (তিনি শ্রীমতী হেমলতা দেবী নামেই অধিকতর

পরিচিতা) গিয়া ননদিনীর সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছেন ; একবার "সাহেবেরও" যাওয়া ভাল,—কি জানি কখন কি ব'লে পড়ে ; শোনা যায় মাঝে-মাঝে দুশো-চারশো টাকা দরকার হ'লে তাঁর এই বন্ধু-স্থানীয় ভগ্নীপতিটীকেই স্মরণ ক'রতে হ'ত।

গলিটা হ'চ্ছে হরিবোসের লেন,—বাগবাজারের ভিতর ; অনেকটা ঘুরে-ঘুরে মুকার্জ্জি সাহেব সেই গলিটী খুঁজে পেলেন না ; পথে তিনটী চুরুট ভস্ম হ'ল। কিন্তু তাদের উত্থানশীল ধূম্র-প্রবাহ, হাওয়াতেই মিশে গেল,—বাগবাজারের সেই বাসাটীর কোনই সন্ধান দিল না।

৫

গলিটার গায়ে আবার নাম-টাম কিছু লেখা ছিল-না। তাই যদিও তিনি সেই গলিতেই ঘুরছেন তবু বাড়ীর সন্ধান পেলেন না। বাড়ীর নম্বর ৩৭১, তাও বোধহয় কোনো বাড়ীতে লেখা দেখলেন না।

গলির মোড়ে তিনটে ভেঁপো ছোক্‌রা মারবেল খেলা কচ্ছিল। সাহেব চুরুট ফুঁক্‌তে-ফুঁক্‌তে দন্তদ্বারা চুরুট আট্‌কে ধ'রে একটা ছেলেকে বিকৃত হিন্দীতে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—

"এও চো-ও-খ্‌রা, হ্যারি ভৌসকা গাল্লি ক-ও-ন হ্যায় ?"

ছেলে-গুলো হেসে উঠ্‌লো। "গাল্লি ক-ও-ন হ্যায়" শুনে তাদের বোধহয় "গালি" দেবার একটা উৎসাহ হ'য়েছিল,—কিন্তু তা দমন করে তারা খালি হেসেই ফেল্লে।

সাহেব তখন চুরুটটী মুখ হ'তে বের করে, তার দগ্ধ অংশটুকু আঙ্গুলে ফেলে বল্‌লেন,—

"বওগ্‌বাজার, হ্যারি ভৌসকা গাল্লি, টিনশা একাট্টর নম্বোর মোখান,—যাঁহা খালিপাডো চাটাওরসি সাহেব র-টাহে,—বেনারেস সে আয়া, জাণ্টে নেই ?"

ছেলে-গুলো আবার হাসলে,—একজন একটু বড়, সে কলিকাতা সহরটা বেশ জানে; সেই ছেলেটী বল্লে "এটা বাঙালী পাড়া,—সায়েব টায়েব কেউ নেই, তুমি বৈঠকখানা না-হয় ক্রীক রোতে খোঁজগে যাও।" আবার মারবেল খেলা।

পাড়ার একজন বৃদ্ধ সেই রাস্তায় যাচ্ছিলেন; তাঁর কাশীধাম যাবার ইচ্ছে, তাই সেই প্রদেশ হ'তে আগত কালীপদ বাবুর বাসায় তিনি সেই দিনই সব খোঁজ খবর নিতে গিয়েছিলেন; বৃদ্ধটী বুঝলেন সাহেবের অবস্থা; তিনি ব'ল্‌লেন,—

"মশাই কাকে খুঁজছেন ?"

এবার বাংলায়ই জবাব—"এই মশায়, দেখুন না, ফ্যাঁসাদ আর কি; ছোঁড়াগুলো ব'ল্‌বেও না, কি-করি, আমি খুঁজছি বেনারেসের উকিল কালীপদ বাবুর বাড়ী।"

নিকটেই কালীপদ বাবুর বাড়ী; তিনি ও তাঁর গৃহিণী ততক্ষণ একটা বচসার গণ্ডগোলে, আর মাঝে-মাঝে বিকৃত ও অবিকৃত সুরে "কালীপদ" নাম উচ্চারণে, ব্যাপার কি দেখবার জন্য বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে হাস'ছিলেন।

বৃদ্ধটী ব'ল্লেন,—"আসুন্ না, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।" একটু যেতেই কালীপদবাবু ডাকলেন,—"আরে এস-হে,—তারপর, হোঃ হোঃ''।

তখন সাহেবও,—"হোঃ হোঃ।"—"এই দেখনা, ফ্যাঁসাদ আর কি ?"

৬

উৎসুক্যপরায়ণ ছোঁড়াগুলো মারবেল হাতে ক'রে খানিক দূর সঙ্গে এল ;—তারপর তাদের মধ্যে একজন সাহেবের সঙ্গে একটা নিকট-সম্বন্ধ-সূচক তালব্য শ'এ আকার-যুক্ত বাক্য উচ্চারণ ক'রে বল্লে, "দেখ্লি ভাই, শা—ফিরিঙ্গী কেমন খাসা বাংলা ব'ললে" !

* * * *

তখন গলি ও কালিপদ বাবুর বারেন্দা হ'তে "হোঃ হোঃ" ধ্বনির মধ্যে "সাহেব" ভগ্নীপতির বাসায় ঢুকলেন।

কালীপদ ব'ল্লেন,—"আমার নূতন 'ভায়রাটি'কে সঙ্গে আন্লে না ?—তা তোমার ভগ্নী যে-কেবল একটি, হোঃ হোঃ।" তারপর, "নূতন কুটুম্টী বেশ পুরোণো সম্ভাষণ ক'রলে যা হোক, হোঃ হোঃ।"

* * * *

শোনা যায় তারপর মিঃ মুকার্জ্জি বাংলা-তো খুবই ব'ল্তেন ; মাঝে-মাঝে ধুতিও নাকি প'রতেন।

"লিডিং" প্রশ্নে চূড়ান্ত বিচার

১

বেণীমাধব বড়াল ছিলেন একজন পুরাণো সবজজ,—মাহিনা পাইতেন অনেক টাকা। তাঁর চাকুরীর বয়স ৫৪ বছর,—তবে 'কু-লোকে' তাঁর সঙ্গে আরো প্রায় দশ বছর বাড়াইয়া দিত।

তাঁর গৃহে ছিল 'পক্ষান্তর'—বর্ত্তমান ভার্য্যাটী 'দ্বিতীয়া'। প্রথম পক্ষের দুইটী বংশধর হরেন আর নগেন ছিলেন "সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ"; লেখাপড়ায় একজন এণ্ট্রান্স 'ফেল', আব একজন ইস্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে 'ফেল'। তার পর অন্যান্য গুণের বিষয়ে,—আর কাজ কি?

তারা 'ধনী' পিতার পুত্র। অর্থটা পিতার কষ্ট-সঞ্চিত হইলেও, তার ব্যয়ের ক্লেশটা পিতা সহিতেও পারিতেন না, আর গুণবান্ পুত্রদ্বয় সে ক্লেশ তাঁহাকে দিবেই বা কেন? তাই অর্থ-ব্যয়ের ক্লেশটা তাহারা নিজেদের উপরেই লইয়াছে,—আর সেই

ব্যয়ের পন্থারও তো অভাব নাই। সেই পন্থার মধ্যে কতকগুলি বক্তব্য, আর কতকগুলি অবক্তব্য।

বেণীবাবুর দ্বিতীয়-পক্ষীয়া ভার্য্যা গৌরমণি নেহাৎ সাদাসিদে মানুষ। তাঁর প্রায় সাত-আটটী সন্তান, সর্ব্বকনিষ্ঠটীর গত ৺পূজার সময় অন্নপ্রাশন হইয়াছে। এই গৃহিণীটী সদা তটস্থ থাকিতেন, কখন তাঁর এই সপত্নী-পুত্রদ্বয় তাহাদের নিজের বা অপর কাহারও মস্তক লগুড়াঘাতে বিদীর্ণ করিয়া দেয়। সে-ছেলেদুটার যে মা নেই,—তাই তাহাদের বিরুদ্ধে কোনো দোষারোপ হইলে প্রাণান্তে সে-কথা কর্ত্তার কাণে উঠিতে দিতেন না!—ছেলেদুটাও যা-হোক বিমাতাকে তবু খানিকটা খাতির সম্মান করিত; সেটা গৌরমণি জানিতেন।

একবার দুই-ভায়ে বিষম মারামারি করিয়া দু-জনেই বিদেশে পিতার কাছে নালিশ করিয়া পাঠাইল। বিমাতা মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, পারেন নাই।

তখন ছেলেরা ছিল দেশের বাড়ী বৈদ্যহাটীতে; পিতা আরঙ্গ-বাদে অস্থায়ী জেলা-জজ।

২

বড়দিনের সঙ্গে এক মাসের ছুটি লইয়া বেণীমাধব বাবু ছেলেদের ঝগড়া মিটাইতে বাড়ী আসিলেন।

'বিচারে' তাঁর খুব সুনাম ছিল। আইনের সূক্ষ্মতত্ত্ব বিশ্লেষণে বাস্তবিকই তিনি খুব পটু।

তবে তাঁর ক-টা জিনিষ সহিত-না,—তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে এই কয়টী যথা,—বেশী খরচ, বেশী আহার, বেশী গোলযোগ, আর সর্ব্বোপরি তাঁহার সহিত-না,—কোন প্রশ্নের ভিতর আইন-ঘটিত ভুল।

বেণীবাবুর মাথাটা প্রায়ই ধরা থাকিত, আর না-খাইয়া নাকি তিনি থাকতেন ভাল। না-খাইয়া থাকিতে-থাকিতে তাঁর শরীরটা ক্রমশঃ ঋজু হইতে বক্র রেখার আকার ধারণ করিতেছিল।

পেটের ভিতর 'ক্ষিদে' বেচারি ক-দিন ঘুট-পাট করিয়া শেষ-টায় অভিমান করিয়া আর সাড়া দিত-না; মাথা বেচারি ধরাই থাকিত, তা বলিয়াছি,— একটা কিছু তো তার করা চাই! হাত-পা মাঝে-মাঝে প্রায়ই টন্-টন্ করিত; গা-টা যেন রোজই ঝুম-ঝুম করিত,—ইত্যাদি। মোটের উপর,—তাঁর শরীর ভাল নয়, একটা-না-হোক-একটা 'অসুখ' লাগিয়াই আছে।

তাঁর সব চেয়ে বেশী 'অসহনীয়' বিষয় ছিল আইনের প্রশ্ন-ঘটিত,—তিনি আইনের প্রশ্নে "লিডিং ফরম্" (leading form) মোটেই সহিতে পারিতেন না; এটী তাঁর এত অসহ্য, যে ইহাঁর কাছে আর সব অসহনীয় বিষয়গুলা কিছুই নয়। কোনোদিন ঘটনাক্রমে একটী "লিডিং" প্রশ্ন আইনের ব্যাপারে প্রবেশ

করিলে, তাঁর যতগুলি অসুখ ছিল, সব বাড়িয়া উঠিত ; অন্ততঃ তিন রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইত না।

* * * *

বেণী বাবুর দুই পুত্র হরেন আর নগেনের মধ্যে বড়টী হরেন বেশী কু-চক্রী, নগেন বেশী গোঁয়ার,—তার উপর নগেন একটু তোতলা ; আর সব গুণ উভয়েরই প্রায় এক প্রকার। হরেনের বয়স ২৭, নগেনের ২৫ বৎসর।

ছেলেদের মধ্যে কলহ এই লইয়া,—এবার পিতার একটা "এণ্ডাউমেণ্ট য়্যাসুয়ারেন্স" (Endowment Assurance) শ্রেণীর জীবন-বীমার দরুণ কিছু টাকা ঘরে আসিয়াছে,—টাকাটা প্রায় ১২।১৩ হাজার। হরেনের ইচ্ছা সেই টাকাটা দিয়া তার নিজ নামে একটী মহাল খরিদ করা হৌক ; আর নগেনের মতে সেই টাকা দিয়া গ্রামে একটা ভালরকম থিয়েটারের দল করা হৌক।

বলা বাহুল্য গ্রামের রেমো, সুরো, মতে, ঠেঁটো প্রভৃতি গুণধরগণ নগেনের প্রস্তাবেই খুসি ; আর হরেনের কথায় তাহারা ভারি চটিয়া গিয়াছে। হরেনেরও একটা দল ছিল ; তারা একজনের সম্পত্তিতে অপরের অধিকার দেখাতে, উদোর নামের কাগজে বুধোর নাম নাম ঢোকাইতে সিদ্ধহস্ত।

৩

সেদিন বাড়ীতে ভারি ভিঁড়,—বেণীবাবু দেশে আসিয়া বসিয়া গেছেন মাম্‌লা বিচার করিতে। হরেনের আর নগনের ভিতর মোকদ্দমা! মারপিটের মাম্‌লা—ফৌজদারির বিচার।

বেণীবাবু বলিলেন—"কে অপরকে পূর্ব্বে উত্তেজনা দিয়েছে?"—কারণ সেইটাই হইল বিচারের "ইস্যু" (issue)। গম্ভীর ভাবে তিনি জানাইলেন—"এটা হচ্ছে ফৌজদারি মামলা, assault case (মারপিটের মোকদ্দমা), আর এতে law of provocation (উত্তেজনা সম্বন্ধীয় আইন) হচ্ছে গিয়ে crux of the whole thing (সমস্ত বিচারের মূল বিষয়)।"

মোকদ্দমার বাদী, ছোট ভাই নগেন, বলিল,—হরো (অর্থাৎ বড় ভাই হরেন) তাহাকে আগে খড়ম দিয়া মারিতে চাহিয়াছিল, তার পর খড়ম তুলিয়াছে; তখন সে নিজে (নগেন) হ'রোকে জুতা দিয়া মারিতে গিয়াছে,—জুতা উঠাইয়াছে।

হরোর উক্তি অন্য রকম,—সে নাকি অপরাধ করে নাই।

বেণীবাবু নগেনকে বলিলেন,—"তুমি মোকদ্দমার বাদী, তোমার সাক্ষী আন।"

নগেন নিজে আগে জবানবন্দী দিল। হরেন তাহাকে জেরা করিল,—জেরার মধ্যে কয়েক বার হাকিম তাহাকে 'অপ্রাসঙ্গিক'

(irrelevant) প্রশ্ন না জিজ্ঞাসা করা হয় বলিয়া খুব ধমক দিলেন।

তারপর নগেনের সাক্ষী রামদাস ওরফে রেমো আসিলেন। তখন বেণীবাবুর মাথাটা কন্ কন্ করিতেছে।

নগেন খুব তোতলামি করিয়া এক-প্রকারে জিজ্ঞাসা করিল—"রামদাস, তুমি বল-তো, আমি যখন হ'রোকে বল্লুম 'তুমি এ-টাকায় মহাল কিন্‌তে পাবে না', তখন সে আমাকে বলে-নি 'তোকে খরম পিটিয়ে ঠিক করবো', বলতো তাই কি-না ?"

—আর যাবে কোথা! প্রশ্নটী ভয়ানক লিডিং (leading)!

বেণীবাবু তখনি বলিয়া উঠিলেন,—"আরে থামো, থামো! এ-যে 'লিডিং ফরম' (leading form) হ'ল হে! রেমো,—তুই চুপ কর, জবাব দিস নি!—আঃ, আমি করবো কি ? এমন ক'রে কি জিজ্ঞেস করতে হয় ? নিজের সাক্ষী যে-হে!" সকলে চুপ,—ব্যাপার কি ?

তারপর বেণীবাবু মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন,—"বলতে হবে যে, 'যখন আমি এই বল্লুম, তখন সে কি করলে ?' তা না-বলে নগো (নগেন) বলছে হরো বলেনি যে সে খড়ম পিটিয়ে ঠিক করবে! এ-ফরমে (প্রণালীতে) কি নিজের সাক্ষীকে examination in-chief-এ (মুখ্য পরীক্ষায়) প্রশ্ন, করা চলে ?

এ-যে answer (উত্তর) তার mouth-এ (মুখের ভিতর) put in (প্রবেশ) করিয়ে দেওয়া হলো ! এ-তো আর জেরা নয়,''—ইত্যাদি

তাহার পর—"এ-তে যে তোমার সাক্ষী এখনি তোমার প্রশ্ন অনুসারে ব'লবে 'হাঁ ; সেটা তো,—"

ততক্ষণ নগেন আর হরেন প্রথমে বাক্-যুদ্ধ, তারপর নগেনের তোতলামিতে কথা একেবারে আটকাইয়া যাওয়া ; হরেনের তাহাকে প্রহারের উদ্যোগ ; নগেন পা হইতে জুতা খুলিবার চেষ্টা,—প্রভৃতি !

*　　*　　*　　*

বেণীবাবু কলম রাখিয়া, মাথায় হাত দিয়া, স্বগত বলিতে লাগিলেন—"I am dying by inches (একটু-একটু ক'রে মরতে বসেছি), আমার life miserable (জীবন দুঃখময়) হ'ল। মাথাটা ধরে রয়েছে,—এ ও-টাকে মারতে যাচ্ছে : নগোটা তোতলামি করেছে, তার মধ্যে আবার একটা লিডিং কোয়েশ্চন্ (leading question) জিজ্ঞেস করে বস্‌লে !—আমি এখন -"

৪

এই দৃশ্যের মধ্যে সেখানে ছেলেদের বিমাতা গৌরমণি আসিয়া উপস্থিত।

দু-টো ছেলে আর তাদের দল-বল চুপ!

তখন হাকিম বাহাদুরের মাথা ভয়ানক ঘুরিতেছে, একটা contempt of court-এর (আদালতের অবমাননার) 'প্রসিডিং (proceeding) করিবার কথা তাঁহার সমস্ত মস্তিষ্কটাকে আলোড়ন করিয়া তুলিয়াছে।

"আমি মামলার বিচার করছি, তার মধ্যে গৃহিণী এসে এ-কি বাধা প্রদান করছেন! এটা-যে একটা intentional insult in a stage of judicial proceeding (মোকদ্দমা বিচার কালে ইচ্ছাকৃত বাধা-প্রদান)!"

কিন্তু একবার আইনটা দেখা দরকার, নইলে এ-সব প্রসিডিং (proceeding) আবার সব সময় correct (বিশুদ্ধ) হয় না।

* * * *

তীব্রভাবে হাকিম বলিলেন—"কই রে, আমার আইনটে ছিল যে এখানে, সে-টা—"

দৃঢ় অথচ ধীরভাবে গৌরমণি বলিলেন,—"দেখ, আর তোমার আইন দেখতে হবে না; আমার আইন যে তুমি,—এই যে আমার সম্মুখেই!"

এই বলিয়া গৌরমণি দুইটা ছেলের ঘাড় ধরিয়া লইয়া তাহাদের পিতাকে প্রণাম করাইলেন; বলিলেন,—"এই যে তোদের জীবন্ত আইন,—প্রণাম কর্।"

ছেলে দুইটা যন্ত্রচালিতের ন্যায় পিতাকে, তারপর মাতাকে টিপ্-টিপ্ করিয়া প্রণাম করিল। দল-বল কে-কোথায় ছুট-টান্।

* * * *

বেণীবাবু তখনও বিমর্ষ ভাবেই বলিতেছেন,—"সে তো হল; কিন্তু এ-দিকে যে লিডিং কোয়েশ্চেন হয়ে গেল,—তার কি হবে!—"

গৌরমণি মনে-মনে ভাবিতেছিলেন,—"আমার মাথা হবে!" মুখে কিন্তু তিনি কিছুই বলিলেন না,—সুধু একটু মুখ টিপে হাসিলেন!

হস্ত-কণ্ডূয়নে
ভগ্নাংশ-মাহাত্ম্য।

১

মিষ্টার ডব্‌লিউ এন্ বসু (Mr W. N. Basu,—উপেন্দ্র নাথ বসু) তখন জাহাঙ্গীরপুরের নূতন হাকিম,—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। বয়স ২৫।২৬ বৎসর ; সবে দু-বছর চাকরী। তাঁর মেজাজটা একটু গরম,—যদিও তিনি লোক নেহাৎ মন্দ ন'ন। তাঁর কি-এক 'অভ্যাস' ছিল,—তিনি 'অন্যায়টা' সইতে পারতেন না।

তাই গাড়োয়ান, মুটে প্রভৃতি শ্রেণীর লোক কথাবার্ত্তায় 'বে-আড়া' হ'লে, তাঁর হাত চুল্‌কুতো' ;—চাবুক বা কেতাব যা' কাছে পেতেন, তাই দিয়ে তাদের 'সৎশিক্ষা' দিতেন। তার পর,—তারা যদি 'নরম' হ'তো'—তবে তাদের যথারীতি ২।৩।৪ টাকা করে প্রত্যেককে বক্‌শিস দিয়ে বিদেয় ক'রতেন।

গাড়োয়ান বা কুলীকে দু-আনার জায়গায় চা'র-আনা দিতে তাঁর আপত্তি ছিল না,—তবে তিনি আপত্তি ক'রতেন তাদের 'বে-আড়ামি'টাতে, আর সেইটের জন্যই তাঁর এই শিক্ষা-প্রদান-পদ্ধতি।

এই সৎশিক্ষা-পদ্ধতি অপরের পক্ষে যেমনি ফলপ্রদ হৌক্ না-কেন, তাঁর নিজের পক্ষেও এগুলি একেবারে নিস্ফল হ'তো না; কারণ, কোনো ঘটনা-সংশ্লিষ্ট অবস্থায় এরূপ শিক্ষা-বিধানের পর প্রায়ই তিনি বাড়ীতে মাতা ও গৃহিণীর কাছে ব'লতেন,—"এই বারই শেষ; আর কক্‌খনো এমন কচ্ছিনে,—বাস্তবিক কাজটা ভারি অন্যায়," ইত্যাদি। ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন আহার ও নিদ্রার সময় ভাব্‌তেন,—"আহা, কেন এ-সব? গরিব বেচারি!"

কিন্তু তার পর 'কার্য্যকালে,' আবার যে-সেই।

২

জাহাঙ্গীরপুর আস্‌তে হ'লে মুরারিগঞ্জ ষ্টীমারে এসে তারপর রেলে উঠ্‌তে হয়। সেবার বড়দিনের ছুটীর পূর্ব্বে মিঃ বাসু কি কাজে গিয়েছিলেন ক'লকাতায়। তার পর ফিরে আস্‌ছেন।

জাহাজ মুরারিগঞ্জ ঘাটে পৌঁছতেই কুলীদের ছুটোছুটি। হাকিমের একজন চাপরাশী একটা কুলীকে ধ'রেছে,—সময় অল্প; এর পর ট্রেণ ছাড়বে। কুলী তখনি না-পেলে আর পাওয়াই যাবে না। আর এই কুলীগুলোর কি-একটা রীতি,—তারা ওপরের 'ক্লাশের' দিকে মোটেই এগুতে চায় না; খালি ছোটে 'ডেকের' মাল ধরতে; আবার একজন যে-মাল ছুঁয়েচে, সে-দিকে আর কেউ ভিঁড়বেই না। তাই ওপর-ক্লাশে কুলী আন্‌তে অনেক সময়ে হাঙ্গাম সইতে হয়।

হাকিম সাহেবের চাপরাশী-কর্তৃক ধৃত এই "কুলী"টী 'ডেকের' মালের দিকে সতৃষ্ণ-দৃষ্টি রেখে ওপর-ক্লাশের কবলে পড়ায়, তার "কৌলিক" প্রথামত উদ্ধারের প্রণালী ভেবে নিলো। যাই চাপরাশীর হাতটী একটু ঢিলে' পড়েছে, অমনি কুলী-প্রবর ছুট্-টান্। হাকিম আর চাপরাশী উভয়েই ব্যস্ত; হাকিম ব'ললেন,—'পাক্ড়ো।' চাপরাশী গিয়ে তার গলা টিপে ধ'রছে,—আর সেই কুলী তখন চাপরাশীর গালে "বিরিশী" সিক্কার মাপে এক—"থাপ্ড়া!"

তখন আর যাবে কোথা! হাকিমের হাতে ছিল একখানা দামী,—বিলিতী cane (বেত্র)। সেই বেতখানার ধরবার জায়গায় হাকিম সাহেবের নামের ক'টী অক্ষর খোদানো! সেই বেত্রখানি দিয়ে হাকিম সাহেব তখন কুলীকে একেবারে 'সপাং,' 'সপাং'! একজন ফিরিঙ্গী শ্রেণীর সাহেব সেখানে ছিলেন; তাঁর বুঝি এই কুলীটার প্রতি,—অথবা কুলী-জাতিটার প্রতিই,—কোনো হেতু বা অহেতু বশতঃ বিশেষ ক্রোধ ছিল। তিনি নবীন হাকিমকে 'বাহবা' দিয়ে কুলীটার উদ্দেশে বলিলেন—"Well served,—the scoundrel!" ["ঠিক হ'য়েছে,—যেমন পাজি!"]।

হাকিম মিঃ বাসু তখন আরো উৎসাহে তার পৃষ্ঠদেশে বেতখানি বেশ ভালো-ক'রে 'ভগ্ন' ক'রলেন; বেতটী দুই

টুক্‌রো হ'য়ে গেল। তখন আবার 'সপাং ক'রে তিনি সেই ভগ্ন বেত্রাংশ দুটী বাহিরে ফেলে দিলেন ;—জাহাজ ও 'জেটী' ডিঙ্গিয়ে এই টুক্‌রো-দুটো ঘুর্‌তে-ঘুর্‌তে তাদের দুইটুকু সগু-বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নিয়ে নদীর তীরে দুই বিভিন্ন স্থানে গিয়ে পড়্‌লো !

কেন যে কুলীর দল তখনি হাকিম সাহেবের প্রদর্শিত পন্থা অনুসারে 'স্বহস্তে' আইন 'গ্রহণ' করে নাই,—তা জানা যায় নি। তবে হাকিম সে দিন আর মাল বইবার কুলী পেলেন না। এদিকে ট্রেণ ছাড়বার মতন ; তাড়াতাড়ি চা'র আনার জায়গায় দু-টাকা খরচ করে, জাহাজের খালাসিদের দিয়ে তিনি মাল তুলিয়ে নিয়ে ট্রেণে গিয়ে চাপ্‌লেন।

ট্রেণটী যাই ছেড়েছে, সেই মুহূর্ত্তে রেলওয়ের উচ্চ কর্ম্মচারীর পোষাক-পরিহিত প্রায় ৪৭।৪৮ বৎসর বয়স্ক একজন ইংরেজ 'সট্‌' করে এসে' বাসু সাহেবের সেই প্রথম শ্রেণীর কাম্‌রায় উঠ্‌লেন।

ইংরেজ কর্ম্মচারীর হাতে সেই দুটি ভগ্ন বেত্রাংশ !

৩

ইংরেজ সাহেব শিষ্টভাবে ব'ললেন,—"Oh, I'm only going down to next station,—will be back by 37-Up !" ["আমি এই সাম্‌নের ষ্টেসন অবৃধি যাচ্ছি,—৩৭ 'অপ্‌' গাড়ীতে আবার ফিরে আসবো !"]।

এই সংবাদ জান্‌বার জন্য বাসু সাহেবের বিশেষ কোনো ঔৎসুক; ছিল না ; কিন্তু সেই ভাঙ্গা বেতের টুক্‌রো দুটো-যে সেই ইংরেজ সাহেবটীর হাতে ! মিঃ বাসুর হৃদয়ের অবস্থা তখন কেমন, তিনিই জান্‌তেন।

ইংরেজ সাহেব ব'ললেন,—"My name is Wentworth. I'm supervising officer, train and steamer. I suppose you are Mr.—" ["আমার নাম ওয়েণ্টওয়ার্থ। আমি রেল ও জাহাজের উপরিস্থ পরিদর্শক-কর্ম্মচারী। আপনি বোধ হয় মিষ্টার—"]।

মিঃ বাসু বললেন;—"Yes,my name is Basu,—W. N. Basu" ["হাঁ, আমার নাম বাসু,—ডব্‌লিউ এন্‌, বাসু"]।

মিঃ ওয়েণ্টওয়ার্থ ব'ললেন,—"I know ; your initials are here" ["আমি জানি ; আপনার নামের আদ্য অক্ষরগুলি এতেই আছে"]। সাহেব বেত্রাংশে অঙ্কিত নামের অক্ষর ক'টী দেখিয়ে দিলেন।

আবার মিঃ বাসুর মুখ-খানা যেন কেমন হ'লো।

তখন মিঃ ওয়েণ্টওয়ার্থ ধীর, সংযত ভাবে একটু হাস্‌বার মতন মুখ ক'রে মিঃ বাসুকে ব'ললেন,—

"You caned my coolie. Well,—he was but a coolie ; but he was not perhaps the only person in the world who needed it. You are younger than I am. If ever again you strike

a fellow-man, which I doubt you ever would, —I would advise you not to fling your broken stick-ends out into the air ; they might fit together and cane you.—Meanwhile, take these pieces ! Ah,—here I am !—"[আপনি আমার কুলীকে বেত মেরেছেন। বেশ ;—সে তো খালি একটা কুলী বই আর কিছু নয় ; কিন্তু আমার বোধ হয় চাবুক-প্রহার জিনিষটী যে পৃথিবীতে সুধু তার একলারি পাবার দরকার হ'য়েছিল, তা' নয়। আপনি বয়সে আমার চেয়ে ছোট। যদি আর কখনো আপনি কোনো মানুষকে আঘাত করেন,—আমার সন্দেহ আছে তা' আর করবেন কি-না, তবে আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দিচ্ছি ;—আপনার ভগ্ন-বেত্রাংশ দুটী শূন্যে ছুঁড়ে ফেলবেন না ; তারা জোড়া লেগে এসে' আবার আপনাকে চাবুক মারতে পারে। আপাততঃ, এই ভগ্ন খণ্ড দুটী নিন ! আঃ,—এই-যে আমি এসে প'ড়েছি !"]

এই ব'লে সাহেব সেই ভগ্ন বেত্রাংশ দুটী বাসু সাহেবের নিকট ফেলে দিয়ে, সহাস্যে মস্তক নুইয়ে, একটা ভদ্রজনোচিত অভিবাদন জ্ঞাপন ক'রে,—সট্ ক'রে সেই চলনশীল গাড়ী হ'তে নেমে গেলেন।

মিঃ বাসু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে সাহেবটীকে দেখ্‌লেন ; তারপর নিজের জায়গায় গিয়ে ব'সে পড়লেন।

*　　　*　　　*　　　*

মিঃ বাসু বাড়ী গেলে, সমস্ত ঘটনা শুনে, তাঁর জননীদেবী আর পত্নী সুচারুবালা, সেই 'শিক্ষাদাতা' ইংরেজ সাহেবটীকে প্রাণভ'রে আশীর্ব্বাদ ক'রলেন,,—"আহা,—কে-সেই অজ্ঞাত বন্ধু, ভগবান্ তাঁকে রাজা করুন!"

বেতের টুক্‌রো-দুটো কিন্তু ঝাঁ-ক'রে সুচারুবালা নিয়ে নিলেন।

৪

সেবার 'ক্রিষ্ট্‌মাসে' কত কেক্, বিস্কুট, ফুল সহ মিঃ বাসু মুরারিগঞ্জ এলেন,—কিন্তু মিঃ ওয়েণ্টওয়ার্থের দেখা পেলেন না; শুন্‌লেন, তিনি না-কি হঠাৎ খুব একটা বড় 'প্রমোশন' পেয়ে বিলেত চ'লে গিয়েছেন।

*　　　*　　　*　　　*

তার পর মিঃ বাসু আরো ১৫।১৬ বৎসর চাকুরী ক'রেছেন; এখন তিনি নবীন কর্ম্মচারীদের ব'লেন,—"দেখো, আর যা-কর, একটা যেন কিছু করে বসো না।" তাঁর জননী-দেবী এখন এ-জগতে নাই।

কিন্তু সুচারুবালা সেই ভগ্নবেত্র-খণ্ড দুটী বেশ ক'রে বাঁধিয়ে রেখেছেন; আজও স্বামীর পোষাক-কামরার দেয়ালে সে-দুটো Xএর আকৃতি ক'রে লাগানো আছে,—আর তার নীচে লেখা আছে,—

"X—Ray,—হস্ত-কণ্ডূয়নে ভগ্নাংশ-মাহাত্ম্য!"

লঙ্কার ঝাঁজ

১

ছেলে বেলায় একবার গল্প শুনেছিলুম কোন্ দেশের কতগুলো নৌকার মাঝির কথা,—সেটা আজও ভুলিনি; গল্পটা ছিল, 'লঙ্কার ঝাঁজের' বিষয়ে; তাই 'লঙ্কা খাওয়ার' কথা যখনি হয়, তখনি সেটা মনে পড়ে।

গল্পটা ছিল, বড় বেশী যে-কিছু তা-নয়, তবু একেকটা কথা কেমন মনে ধ'রে যায়, সেটা যেন আর ভোলা যায় না। সেই মাঝিগুলো নাকি চারজন ব'সে লাল-আউস চালের ভাত খাবার সময়, এক থালা ভাতে তিন সের কাঁচা-লঙ্কা মেখে নিয়েছে; চারজনে ভাত খাচ্ছে;—নাক-চোখ দিয়ে ঝালের চোটে জল প'ড়্ছে,—আর তারা চোখ-মুখ পুঁছে নিয়ে আরো লঙ্কা ভাতের সঙ্গে মাখ্ছে, তবু মুখে ব'ল্ছে "ঝা-ল্ হয় নি!"

সেই-থেকে যেখানে 'লঙ্কার ঝালের' ভেতর প'ড়েছি সেইখানেই মনে হ'য়েছে 'ঝা-ল্ হয় নি'।

২

তখনো বড় ঝাল্ খেতেম্ না ; সে আজ প্রায় পঁচিশ বৎসরের কথা, এখন খুব ঝাল খাই।

সেবার ভবসিংহপুরে ছিলুম্। মিঃ পাল ছিলেন একজন ব্যারিষ্টার, বেশ লোক। বাড়ী থাঁটী ক'ল্‌কাতা সহরে। তাঁর গৃহিণীটি বড় ভাল মানুষ ছিলেন। আহা, সেই ব্যারিষ্টার বন্ধুটী আজ এ-জগতে নাই! তাঁদের কথা ভাব্‌তে কষ্ট হয়। তাঁ'দের তখন ছিলো, তিন-চারটী কচি-কচি ছেলে-মেয়ে, আজ তাঁ'দের যেন কি-অবস্থা।

একদিন সেই প্রায় পঁচিশ বৎসরের পূর্ব্বে,—তখন আমি জীবন-ক্ষেত্রে নূতন ব্রতী, মিঃ পালের বাড়ী খেতে ব'সে দেখি, তাঁর খাবার জায়গায়, এক রাশি লাল, নীল, সবুজ নানা রঙ্গের কাঁচা লঙ্কা ; তাঁ'রা খাবার সময় সেগুলোর বেশ সদ্ব্যবহার ক'র্‌ছেন। মিঃ পালের ছিল একটু বাতের ব্যারাম ; তিনি ব'ল্‌লেন, 'জলো হাওয়ার দেশে লঙ্কাটা বাতের পক্ষে ভাল'। মিসেস্ পাল ব'ল্‌লেন, তাঁর ছোট্টো মেয়ে পর্য্যন্ত তিন-চারটা ক'রে লঙ্কা রোজ ভাতের সঙ্গে খায়। আমি কিন্তু সে-দিন মোটেই লঙ্কা খেতে পারলেম্ না। মিসেস্ পাল ব'ল্‌লেন,—"বেশ জিনিষ ক্রমে স'য়ে যাবে।"

আমি সেই মাঝিদের 'ঝাল্ হয় নি'-এর গল্পটা মিঃ ও মিসেস্ পালের কাছে ব'লেছিলুম্ কিনা মনে নাই, তবে তারপর এতদিন চ'লে গেছে,—আর এত জায়গার "জ'লো" আর "শুক্‌নো হাওয়ায়" ঘুর্‌লেম, যে আমার ঠিক স্মরণ হয় না, কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে আমরা খুব লঙ্কা খাওয়া ধ'রে ফেলেছি।

৩

যে-দিন লঙ্কা খেতে-খেতে "ঝাল হয়নি" হোলোনা সে-দিন আর লঙ্কা খাওয়া কি হ'লো ? আমার দু-একজন স্নেহের পাত্র ও পাত্রী বিশেষ ক'রে কোনো-কোনো দিন এমন 'ঝাল হয়নির' ব্যবস্থা ক'রতেন, যে আমাকে তখন ব'লতে হতো 'ঝাল হ'য়েছে'।

শুনিছি কোনো-কোনো উচ্চপদস্থ দেশীয় ভদ্র ব্যক্তি সম্পূর্ণ ইংরেজী প্রণালীতে জীবন-যাত্রা চালাইলেও খানা-টেবিলের উপর খাবার সময় অনেক রকম লঙ্কা রাখেন ও তাহাদের উচিত ব্যবহার করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ নাকি যত্ন করে "রন্ধন-উদ্যানে" (kitchen gardenএ) নানা রকম কাঁচা লঙ্কার উৎপাদন-ব্যবস্থা করেন। কেউ-কেউ বলেন "খাও বা না-খাও, টেবিলে থাক্‌লে, ভারতবর্ষে ব'সে যে খানাটা-তে লোককে 'ডাকা' যাচ্ছে, তার দিকে এগুলি একটা দেশীয় উষ্ণতা প্রদান করে।" কারু মুখে শুনেছি, "লঙ্কা খেতে পছন্দ করা-টা একটা অর্জ্জিত-রুচি (acquired taste)। যে গন্ধটাকে ফ্লেভার (flavour)

ব'লে তার জন্য কেউ-কেউ পছন্দ করে, আবার সেই গন্ধটাকেই একটা 'ব্যাড্স্মেল' (bad smell) ব'লে অপর কেউ-কেউ তাকে সইতে পারে না।" তাই এই (acquired taste) অর্জ্জিত রুচির কথা একদিন আমার একটী স্নেহের পাত্রীকে বললুম। যাই বলা, তখনি তিনি চ'টে গেলেন ; কারণ তিনিও মিসেস পালের মত লঙ্কার 'সুখ্যাতিকারিণী।' তিনি ব'ল্লেন অর্জ্জিতরুচি (acquired taste) ব'ল্তে লঙ্কায় না,—তোমরা যে ইংরেজী টেবিলটীতে (cheese) চাজ খাও সেইটেতে"। তাঁর সঙ্গে লঙ্কা বিষয়ে তর্ক অসম্ভব !

৪

আমি যতই লঙ্কাকে স'য়ে নিনা-কেন,—খাবার সময় আমি আমার স্নেহের পাত্রীটির সঙ্গে লঙ্কার ঝালে এঁটে উঠ্তে পারিনি। এক-একদিন তিনি চোখ-মুখ লাল ক'রে ভাত খাচ্ছেন, আর ব'ল্ছেন "ঝাল্ হয়নি।"

একদিন বিকেলে আমি বাহির থেকে এলেম্। আমার চোখ্-মুখ্ লাল। সেটা ঠিক বাহির থেকে আহার্য্য দ্রব্য উদরসাৎ ক'রে আস্বার সময় নয়। তাই বাড়ীতে আস্তেই শুন্লুম্ "কি হ'য়েছে ?"

আমি বল্লুম্—"ঝাল্ হয়নি,—কাঁচা, পাকা ও অর্দ্ধপক্ক সব রকম লঙ্কাই এখন বেশ সইছে ; কোনোটাতেই আর ঝাল্ নেই।"

মিসেস্ পালের ভবিষ্যদ্বাণী ! কিন্তু তিনি তখন তাঁরা কোথায় তা জানি না।

একেলে আর সেকেলে

১

মিষ্টার জয়লাল দত্তগুপ্ত একজন প্রাচীন ব্যারিষ্টার,—খুব পসার-প্রতিপত্তি; ভারি অমায়িক লোক। তিনি মফঃস্বল ষ্টেসন্ প্রতাপসাহী জেলার হেড্‌কোয়ার্টার্সে প্র্যাক্‌টিস্ করেন; কিন্তু তা'হলেও তাঁর যেমন 'খ্যাতি' আর 'আয়' তা' অনেকের পক্ষেই দুর্লভ ছিল। তিনি ইংরেজী ভাষায় খুব পণ্ডিত,—ব'ল্‌তে-কইতেও খুব ভাল।

একদিন, সেদিন আফিস বন্ধ,—তিনি তাঁর বাইরের ঘরে ব'সে কতকগুলি কাগজ-পত্র দেখ্‌ছিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল, বেলাটা একটু হ'য়েছে,—এই প্রায় দশটা! তিনি উঠে ভিতর কামরায় যাবেন; ইতিমধ্যে শুন্‌লেন্—

"ড্যাঠাগুপ্‌টা, ড্যাঠাগুপ্‌টা!"

একেলে আর সেকেলে।

মিষ্টার জয়লাল দত্তগুপ্ত নিজের নামটা ঠিক "দত্তগুপ্তই" লিখ্‌তেন,—আর-কোনো রকম জমকালো মুর্ত্তিতে সে-টাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা কখনো করেন-নি। লোকেও তাঁকে অবাধে দত্তগুপ্ত সাহেব বলিত, তিনি সে-সম্বোধন বিনা-আড়ম্বরেই গ্রহণ ক'রতেন্।

তাই আজ যখন "ড্যাঠাগুপ্‌টা" শুন্‌লেন্ তখন তিনি তাঁহার চসমার পুরু কাচখণ্ড দুটী শ্যাময় লেদারে ঘ'সে পরিষ্কার ক'রে নিয়ে, মুখের চুরুটটী দন্ত এবং ওষ্ঠদ্বয়ের একত্র চাপে আবদ্ধ ক'রে, চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে জানলা দিয়ে বাহিরের দিকে উঁকি দিলেন। কাকেও-তো দেখা গেল না!

২

এরি মধ্যে নূতন ব্যারিষ্টার মিষ্টার "ডীরেনরে" [ধীরেন্দ্রনাথ রায়] একেবারে বস্‌বার ঘরের মধ্যেই হাজির, আর্ তিনি ব'ল্‌ছেন,—

"ড্যাঠাগুপ্‌টা, ড্যাঠাগুপ্‌টা,—বাই (ভাই) এক গেলাস জল আনিয়ে ডাও টো ; টেষ্টায় আমার বুকের চাটী (ছাতি) পেটে (ফেটে) যাচ্চে !" তারপর অসহিষ্ণুভাবে ব'ল্‌লেন্—"It's terrible, this heat of the day, is'nt it? My God, how you face it !" ["কি ভয়ানক, এ-গরমটা। তোমরা যে কি-করে সইতে পার !"]

"ব'সো ভাই, জল আনাচ্ছি ; তা সকালে এত জল তেষ্টা পেলো কেন ? কাল রাতে বুঝি,—" ?

মিষ্টার "ডীরেনরে" হ'তেন সম্পর্কে মিষ্টার দত্তগুপ্তের "নাতি",—বয়সেও তাঁহার দৌহিত্রের মত ; মাঝে-মাঝে একটু হাসি-ঠাট্টাও ক'রতেন।

মিষ্টার রে ব'স্‌লেন ; জল এলো ; তিনি পূর্ণ এক-গ্লাস জল খেলেন। তারপর ব'ল্‌লেন্—"Oh my !—I was thirsty." [ওঃ, কি যে তেষ্টা পেয়েছিল !"]

৩

সকালে জল-তেষ্টা পেলো কেন, তার কোনো জবাব মিঃ রে দেন্‌নি,—কিন্তু তিনি মিঃ দত্তগুপ্তকে অনবরত ইংরেজীতে জিজ্ঞেস ক'রছেন, কি-করে এদেশের এই দারুণ গ্রীষ্মের "সম্মুখীন" হওয়া যায়। তাতে মিঃ দত্তগুপ্ত বাংলায় জবাব দিয়ে ব'ল্‌ছেন, "দেশটাকে তো আর বদ্‌লানো যাবেনা, নিজেই সেখানে থাক্‌তে হ'বে, না-হয় তার মতনই হওয়া গেল। আর দেশটাতো নূতন নয়,—বড়ই পুরোণো ; জন্ম-থেকে সেখানেইতো বাস করা যাচ্ছে।" মিঃ রে সংক্ষেপে ব'ল্‌লেন,—"Oh, hang it all !" ["দূর হোক গে ছাই !"]

মিষ্টার রে তিন বৎসর বিলেতে ছিলেন ; মিঃ দত্তগুপ্ত ছিলেন এককালে আট বৎসর, তারপর তিন-চারবার গিয়ে মাঝে-মাঝে ছমাস একবছর থেকে এসেছেন। মিঃ রে এই 'সবে' ফিরেছেন ;

সে হিসাবে মিঃ দত্তগুপ্তর বিলেতের "খবরটা" পুরোণো, কারণ তিনি ফেরবার পর মিঃ রে ফিরেছেন।

সেকেলে মিঃ দত্তগুপ্তের কথায় একেলে মিঃ রে খুসী হন্ নি। তিনি যথেষ্ট "বাই জর্জ্জ", "বাই জোভ" [By George, By Jove] 'ইত্যাদি শপথ' মিশ্রিত ক'রে খালি ইংরেজী ব'ল্ছেন, আর মিঃ দত্তগুপ্ত খালি বাংলায় জবাব দিচ্ছেন ;—তাও বড় ঠাণ্ডা ভাবে।

* * * *

শেষটায় মিঃ রে উত্যক্ত স্বরে ব'ল্লেন,—"I tell you bhai" "তোমায় বলছি, ভাই," [মিঃ দত্তগুপ্তকে তিনি সমান-সম্পর্কিতের ন্যায় ভ্রাতৃ-সম্বোধন ক'রতেন,] "You are indeed impossible company." "তোমার সঙ্গে কোনো ব্যবহারই চলেনা"।

তবু মিঃ দত্তগুপ্ত স্থিরই রইলেন ; এই ছেলেটীর মা-কেও যে তিনি জন্মাতে দেখেছেন। তিনি খালি বল্লেন, "হুঁ,—তা তুমি কি ভাই বাংলা জান-না ?"

মিঃ রে ব'ল্লেন,—"Oh, clean forgotten it, if ever I knew it" "যদি বা জানতুম্ তবেও সব ভুলে গেছি" !

8

সে-দিন সন্ধ্যায় মিঃ রে একটা আইনের কথা বোঝবার জন্য মিঃ দত্তগুপ্তের কাছে এলেন। বিষয়টা তাঁর নিজের জরুরী,

মক্কেলের কাছে কিছু টাকা নিয়েছেন, আগামী কাল মোকদ্দমা; কিন্তু তিনি সেই মামলাটার আইনের কথা একবিন্দুও বোঝেন-নি।

মিঃ দত্তগুপ্ত তাঁকে আদর ক'রে ঘরে বসালেন,—"চা"—খেতে দিলেন। তারপর মৃদুস্বরে ব'ল্‌লেন,—"দাদা, তোমাকে কোন্‌ ভাষায় আইন বোঝাব? তুমি যে বাংলাও ভুলে গেছ, আর দেখ্‌লুম তুমি ইংরেজীটাও একেবারে শেখো-নি; তাই তোমার জন্য বাস্তবিকই বড় দুঃখু হ'চ্ছে!"

মিঃ রে কি বল্‌বার চেষ্টা কর্‌লেন তা বোঝা গেল না। খালি শোনা গেল,—"তা,—তা—সে কি জান্‌লে—"!

শ্রীরাগ।—কাব্য-স্মৃতি ও
গল্পাভাষ।

১

মিঃ যতীশ লাহিড়ী একটু সাহেবী ধরণের লোক, কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ সাহিত্যানুরাগী হ'য়ে উঠে চারিদিকে বাংলা লেখা ছাপানের জন্য কাগজে পাঠাতে আরম্ভ ক'রেছেন। লেখা-গুলো কেমন,—সে কথায় আর কাজ কি? সময়ে বোঝা যাবে।

"বর্ত্তুল-চক্র" নামে একটা প্রধান মাসিক পত্রে ছাপানের জন্য তিনি একটা গদ্য গল্প পাঠালেন,—গল্পটার নাম "জ্যোতিষ্মান্।" গল্পটা না-কি মন্দ হয়নি, তা আমরা ঠিক জানি না।

২

গল্পটা দেওয়া হ'লো "বর্ত্তুল-চক্রের" সম্পাদক বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বহস্তে। তিনি ব'ললেন, "আমি ছাপাব, কিন্তু কবে তা তো বলতে পাচ্ছিনে।"

লেখকের বন্ধু (যিনি এ-টী হাতে করে নিয়ে গিয়েছিলেন) ব'ল্লেন,—"বেশ, তা যদি আপনি এ-টীকে বিশেষ স্থান পাবার মতন-ভেবে থাকেন, তবে ওরি মধ্যে একটু শীগ্‌গির ছাপবেন।" তারপর, বেশ-বেশ,—বিদায়!

৩

গল্পটী পাঠানের পর যতীশ ভাবছেন,—গল্পটা ছাপায় বেরুলে কেমন দেখাবে,—কেমন সুন্দর অক্ষরে, ছাপা পাতায় ইত্যাদি। বন্ধুর একখানা চিঠি এল। সব কথা তাতে লেখা ছিল। ভারি আমোদ হ'ল।

সে-দিন যতীশ "বর্ত্তুল-চক্র" পত্রিকার সুখ্যাতি ক'রে ক্লাবে ও অপর জায়গায় লম্বা-লম্বা সার্টিফিকেট দিলেন,—তিনি মনে-মনে ভাবছিলেন—

"রাই! তুমি সে আমার গতি;
তোমারি কারণে, রসতত্ত্ব লাগি,
গোকুলে আমার স্থিতি!"

৪

ক-দিন পর ডাক-যোগে লেখাটা যতীশের কাছে ফেরত এল। তার-গায়ে একটা ছাপানো টিকিটের মতন লাগানো,—"আপনি অনুগ্রহ করিয়া যে লেখাটী পাঠিয়েছেন, তাহা প্রকাশ করিতে না-পারায় ফেরত পাঠাইলাম।"

খবর পেয়ে লেখকের বন্ধু যোগীন্ কেন গিয়ে আফিসে প'ড়লেন। বুঝলেন, এ-টী সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধরণী চট্টোপাধ্যায়ের কাজ। ধরণী ব'ল্লেন,—আমি জানতুম্ না গল্পটী সম্পাদক মনোনীত ক'রেছিলেন, আর আপনি নিজে এসেছিলেন, (এঁর কাছে সহকারী নানারূপে ঋণী) তা ধরুন এ-টা না-হয় আমার একটা caprice (খেয়াল)"।

৫

ঢুকে গেল। শেষে যতীশের লেখাগুলো এদিকে ওদিকে বেরুতে লাগ্‌লো ; কিন্তু বর্ত্তুল-চক্রে একটীও গেল না।

যতীশের লেখা কেমন তার দরকার নাই, কিন্তু তা বেরুতে লাগ্‌ল দেখে তাঁদেব ক্লাব গেকে"বর্ত্তুল-চক্র" ভিন্ন আর সব কাগজ তুলে দেবার প্রস্তাব হ'তে লাগ্‌লো ; কেউ ব'ললেন,—বর্ত্তুল-চক্রই হ'চ্ছে "only decent paper, does not print trash." "(একমাত্র ভদ্র শ্রেণীর কাগজ, বাজে লেখা ছাপে না) !"

৬

যতীশের লেখার 'নাম' হ'য়ে উঠ্‌লো। শেষে যতীশের বন্ধু যোগীন্ একদিন ব'ল্লেন,—"বর্ত্তুল-চক্রে" এবার একটা পাঠালে হয়-না ?

যতীশ ব'ল্লেন—"ব্যাপার ?"

বন্ধু ব'ল্লেন,—"ব্যাপার,—শ্রীরাগ ! ধরণী চট্টো এখন পেলেই ছাপে।" যতীশ হেসে ব'ল্লেন, "যথা ?"—

বন্ধু ব'ল্লেন,—"আর কি !—এইবারে, যথা,—

"বঁধুর লাগিয়া সব তেয়াগিনু,
লোকে অপযশ কয় ;
এ ধন আমার লয় অন্য জনা
ইহা কি পরাণে সয় ?
সই, কতনা রাখিব হিয়া !
আমার বঁধুয়া আন-বাড়ী যায়,
আমার আঙ্গিনা দিয়া।"

দু-জনেই "হোঃ হোঃ। যতীশের চোকে তখন জল আস্‌ছিল !

৭

যতীশের অবস্থা দেখে' যোগীন ব'ল্লেন,—কি-হে, "বর্ত্তুলে" একটা-কিছু দেখ্‌ছি না-পাঠালেই নয়, কারণ তোমার ও ধরণীর যেমন দশা !—

"কালিন্দীর জল নয়ানে না-হেরি,
বয়ানে না-বলি কালা ;
তথাপি সে-কালা অন্তরে জাগয়ে-,—
কালা হ'ল জপমালা !"

যোগীন্ গিয়ে ধরণীর বাড়ী হাজির। যতীশ সঙ্গেই গিয়েছিলেন,—তিনি বাইরে রইলেন।

ধরণী লোক ভাল। তিনি মিলনের একটা পথ খুঁজ্‌ছিলেন, যোগীনের আসায় সুবিধা হো'লো। যোগীন্ ঘরে ঢুক্‌লেন, গান গাইতে-গাইতে,—

"সই, কে বলে পিরীতি ভাল ?
হাসিতে-হাসিতে পিরীতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল !"

ধরণী ব'ল্লেন,—"এস, ভাই। বো'সো, বো'সো।—এবারে আর 'শ্রীরাগ-অনুরাগে' কাজ-কি ?"

৮

যোগীন্ ব'ল্লেন,—"ওঃ, ঠিক্, তাইতো। এবার 'ভাব-সন্মিলনের' পালা।"

যতীশ বাইরে। যোগীন্ গিয়ে তাঁকে ধ'রে আন্‌লেন। তখন তিন জনেরই চোখে জল !

* * * *

তখন কে-একজন রাস্তা দিয়া যেতে সুর ধ'রে গান গাইছে,—

বড় শুভক্ষণে তোমা-হেন ধনে
বিধি মিলাওল আনি ;
পরাণ হইতে শত-শত গুণে
অধিক করিয়া মানি !

ধরণী ব'ল্লেন,—"কৈ, সে-লেখা গুলো? এবার বর্ত্তুলের জন্য—" !

যতীশ ব'ল্লেন,—"আরে দূর ছাই! সে-গুলো আর ছাপাবো-না। আপনি ঠিক ধ'রেছিলেন,—ও-গুলো একেবারে কিছু-নয়!"

কিন্তু তারপরে ধরণীও ব'লতেন,—"যতীশ চমৎকার লেখক!"

সমাপ্ত।